Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৫

Contents

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ — ১২তম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ — ১৪৩৬ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন — ১৪২২ বাং
সেপ্টেম্বর — ২০১৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(যাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

নৃশংসতার প্রাদুর্ভাব : কারণ ও প্রতিকার

(১) গত ২রা আগস্ট'১৫ শেরপুরে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ৮ বছরের শিশু রাহাত-কে তার আপন খালু অপহরণ করে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। অতঃপর তাকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। ৮ই আগস্ট দুপুরে নালিতাবাড়ী উপযেলার মধুটিলা ইকোপার্কের কাছে একটি পাহাড় থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয় *(ইনকিলাব ১৪.৮.১৫, ৫/৫ কলাম)*। (২) ৮ই জুলাই সিলেটে সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজন-কে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। উল্লাসের সাথে পিটানোর ভিডিওচিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরাই তা ছড়িয়ে দেয়। (৩) ৩রা আগস্ট খুলনায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সাতক্ষীরার রসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের রাকিব গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে আগের গ্যারেজ মালিক ও তার সহযোগীরা তাকে ধরে মোটরসাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসর মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে বাতাস ভরে শিশুটির পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় ও ফুসফুস ফেটে মারা যায়। বয়স্ক নির্যাতনকারীদের অন্তর একটুও কাঁপেনি। (৪) ৩রা আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুকে ও কপালে ইস্ত্রীর ছ্যাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল পাঁচ ইঞ্চির মতো গভীর ক্ষত। সম্ভবতঃ সে কোন গৃহকর্মী। (৫) ২৩শে জুলাই মাগুরায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গর্ভবতী মা ও তাঁর পেটের ৮ মাসের শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। শিশুটির পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে। এরপরেও মা ও বাচ্চাটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। শিশুটি এখন 'বেবী অফ নাজমা' বা বাংলাদেশের একমাত্র 'বুলেট কন্যা' নামে খ্যাতি পেয়েছে। (৬) ৩রা আগস্ট গভীর রাতে বরগুনায় রবিউল আউয়াল নামে ১০ বছরের এক মাদরাসা ছাত্রকে মাছ চুরির কথিত অপরাধে চোখ উপড়িয়ে শাবল দিয়ে বীভৎস কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় এক ব্যক্তি। আহ্ কি নৃশংস, কি জঘন্য, কি মর্মান্তিক এসব ঘটনা! এরা পশুরও অধম।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮টি শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২৬৭টি সংগঠনের মোর্চা শিশু অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ২০৯, ২০১৩ সালে ২১৮, ২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। চলতি বছরের সাত মাসেই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১৯১ জনে। বর্তমানে শিশুহত্যার প্রক্রিয়া বীভৎস থেকে বীভৎসতর হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক। নির্যাতনকারীরা হচ্ছে প্রভাবশালী। ঘটনা ঘটছে, মামলা হচ্ছে। কিন্তু বিচার যে শেষ হচ্ছে, তার কোনো নযীর নেই। ঘটনা ঘটার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেখছি বা তদন্তাধীন আছে। জানতে চাইলে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বাইরে হয়তো আরও অনেক ঘটনা ঘটছে, যেগুলো জানা যাচ্ছে না। তিনি সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচারের ওপর গুরুত্ব দেন।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইন কমিশনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী ও শিশু-সংক্রান্ত মামলাসহ প্রায় ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ সংখ্যাটি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বলেন, বিচার-প্রক্রিয়ার শ্লথ গতিতে অপরাধীরা অপরাধ করা থেকে নিরুৎসাহিত তো হয়ই না, বরং উৎসাহিত হয়। অপরাধীরা ভেবেই নিচ্ছে যে, অন্যায় করলে বিচার আর কী? ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সমন্বিত সেবাকেন্দ্র) সমন্বয়কারী বিলকীস বেগম বলেন, এক বছর বয়সী শিশুকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়। আমাদের কাছে যখন ওই শিশুকে আনা হয় তখন তার যৌনাঙ্গ একেবারে ছিঁড়ে গেছে। এক বা দুই বছর বয়সী কম থাকলেও তিন, চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রতিনিয়ত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতা এবং ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্বৃত্তপরায়ণ ও পশু প্রবৃত্তির লোকদের প্রাধান্য থাকায় এ ধরনের অমানবিক ঘটনাগুলো ঘটছে *(সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৭.৮.১৫ইং)*।

সেই সাথে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে নারী নির্যাতন। ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। গত ৬ মাসে সারাদেশে ১০ হাযার মামলা হয়েছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের *(ইনকিলাব ৬.৮.১৫ইং)*। সবশেষে গত ১৩ই আগস্ট মাদারীপুরের অষ্টম শ্রেণীর দুই স্কুল ছাত্রীকে ১৮/২০ বছর বয়সের চারজন যুবক ধর্ষণের পর হত্যা করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে লাশ ফেলে রেখে গেছে *(প্রথম আলো ১৪.৮.১৫ইং)*। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো অমানবিক, অনৈতিক, বর্বর এ ধরনের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। ভিকটিম ও তার পরিবার লোকলজ্জা, সামাজিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কেউ কেউ অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বর্ণিত রিপোর্টগুলিতে কি প্রমাণ হয় যে, আমরা মানুষের সমাজে বাস করছি?

কারণ : উপরের আলোচনায় সুধীদের বক্তব্যে নৃশংসতার কারণ ও প্রতিকার কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে আমাদের পরামর্শ হ'ল সেটাই যা মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি বলতে আড়ষ্টবোধ করেছেন। আর তা হ'ল, এসবের মৌলিক কারণ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, আল্লাহহীন শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা এবং নিজেদের মনগড়া বিচার ব্যবস্থা।

প্রতিকার : (১) ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক শাসন যোরদার করা। (২) আল্লাহমুখী শিক্ষা, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা। (৩) বড়-ছোট নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ নীতি অবলম্বন করা *(মায়েদাহ ৪৫)*। (৪) যেসব অভিযোগের সত্যতা হাতে-নাতে পাওয়া যায়, সেগুলির শাস্তি আদালতের মাধ্যমে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা এবং যাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাকে সেভাবেই হত্যা করা। এ ধরনের দু'চারটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দেশ দ্রুত শান্ত হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন! *(স.স.)*।

ঈদায়ন সম্পর্কিত কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতি

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মুসলমানদের জন্য বছরে শরী'আত সম্মত দু'টি ঈদ রয়েছে। তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। অনেক মানুষ অজ্ঞতা, অলসতা বা অবহেলা ও উদাসীনতা বশতঃ ঈদে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে। আলোচ্য নিবন্ধে এসব ভুল-ক্রটি উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

১. গোসল না করা :

কোন কোন মানুষ ঈদের ছালাতের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও গোসল করা থেকে বিরত থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং ঈদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। যাযান হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْغُسْلِ قَالَ: إغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ. فَقَالَ: لاَ، الغُسْلُ الَّذِيْ هُوَ الْغُسْلُ. قَالَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ. 'জনৈক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে প্রতিদিন গোসল করবে। সে বলল, না, এ গোসল নয়। বরং ঐ গোসল, যা মুস্তাহাব। তিনি বললেন, জুম'আর দিন, আরাফার দিন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরের দিন'।[১]

নাফে' (রহঃ) বলেন, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى 'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঈদুল ফিৎরের দিন ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন'।[২]

২. উত্তম পোশাক পরিধান না করা :

মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ঈদের ছালাতের জন্য সুন্দর পোশাক পরিধান করে না; বরং ছালাতের পরে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে বের হয়। এটা ঠিক নয়। বরং ঈদের ছালাতের জন্য যথাসম্ভব উত্তম পোশাক পরিধান করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ يَلْبِسُ يَوْمَ الْعِيْدِ بُرْدَةً حَمْـــرَاءَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিনে লাল বর্ণের চাদর পরিধান করতেন'।[৩]

৩. ঈদুল ফিৎরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর না খাওয়া :

অধিকাংশ মানুষ ঈদুল ফিৎরের দিনে শিরনি-সেমাই, ফিরনি-পায়েশ ইত্যাদি খেয়ে ছালাতের জন্য ঈদগাহ অভিমুখে গমন করে। কেউবা কিছু না খেয়েই ছালাতের জন্য বের হয়ে যায়। এটা সুন্নাত পরিপন্থী। বরং ঈদুল ফিৎরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَـــرَات 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে কয়েকটি খেজুর না খেয়ে (ঈদগাহে) গমন করতেন না'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْـــرًا 'তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন'।[৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ [يومَ الفِطرِ] قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ. 'ঈদুল ফিৎরের দিন (বাড়ী থেকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত। এমনকি একটা খেজুর হ'লেও'।[৬]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْـــلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ وَلاَ يَطْعَمَ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّـــى يَرْجِـــعَ. 'বিদ্বানগণের একদল ঈদুল ফিৎরের দিন কোন কিছু খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। আর খেজুর খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় করে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু খাবে না'।[৭]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, لا نعلم في استحباب تعجيـــل الأكل يوم الفطر اختلافـــا 'ঈদুল ফিৎরের দিন প্রত্যুষে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভিন্নতা আমরা অবগত নই'।[৮]

৪. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া :

কোন কোন মানুষ ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে বের হয়। এটাও ঠিক নয়। বরং উচিত হ'ল এ দিন ছালাত আদায়ের পূর্বে কোন কিছু না খাওয়া। বুরাইদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ 'নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিনে কোন কিছু না খেয়ে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিনে ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কিছু

---

১. *বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৭৭, হা/১৪৬-এর শেষে, সনদ ছহীহ; সিলসিলা আছার আছ-ছহীহাহ হা/৩৫৩, সনদ হাসান।*
২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৬০৯, ২/২৪৮; সিলসিলা আছার আছ-ছহীহাহ আ/৩৫২, সনদ ছহীহ।*
৩. *তাবারানী, মু'জামুল আওসাত্ব ২/৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৭৯, ৩/২৭৪, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/৯৫৩।*
৫. *বুখারী, হা/৯৫৩, ইবনু খুযায়মা, হা/১৪২৯; দারাকুৎনী হা/১৭৩৬।*
৬. *বায্যার, ১/৩১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৩৮, সনদ ছহীহ।*
৭. *তিরমিযী, হা/৫৪২, ২/৪২।*
৮. *ফাৎহুল বারী ২/৪৪৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮১; মির'আত ৫/৩৮।*
৯. *তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ।*

Contents

না খেয়ে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী না করে কিছু খেতেন না'।[১০] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ 'তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন'।[১১] তবে কলিজা হ'তে খাওয়ার হাদীছ যঈফ।[১২]

৫. একই রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন :

অধিকাংশ মানুষ যে রাস্তায় ঈদগাহে গমন করে ঐ রাস্তা দিয়েই প্রত্যাবর্তন করে থাকে। এটা সুন্নাতী পদ্ধতি নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে গমন করা এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ 'নবী করীম (ছাঃ) ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন'।[১৩]

৬. ওযর ব্যতীত যানবাহনে চড়ে ঈদগাহে গমন করা :

বর্তমানে বহু মানুষ বিনা কারণে যানবাহনে চড়ে ঈদগাহে যায়। অথচ উত্তম হ'ল পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। তবে দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে যানবাহনে চড়ে যাওয়া যায়। আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. 'সুন্নাত হ'ল ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া'।[১৪] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি হাসান এবং এ হাদীছের উপরেই অধিকাংশ বিদ্বানের আমল। আর তাঁরা লোকদের ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদুল ফিৎরের ছালাতের পূর্বে খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম তিরমিযী আরো বলেন, কোন ওযর ব্যতীত যানবাহনে না চড়ে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব।[১৫]

৭. ঈদায়নের দিনে তাকবীর না পড়া :

ঈদের দিনে আনন্দের পাশাপাশি তাকবীর পাঠ করা মুসলমানদের জন্য যরূরী বিষয়। ঈদুল ফিৎর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ 'যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব বর্ণনা কর। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ঈদুল আযহা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ 'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করবে' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*।

ঈদুল আযহায় তাকবীর পাঠের সময় হচ্ছে আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত। যেমনভাবে আলী, ইবনু মাসঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

আর ঈদুল ফিৎরে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকে ঈদের ছালাত পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতে হয়। ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ فَإِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগাহে আসতেন এবং ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন। ছালাত শেষ হ'লে তিনি তাকবীর পড়া বন্ধ করতেন'।[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيْدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيْقَ الْحَدَّادِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদের দিনে ফযল ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্বাস, আলী, জা'ফর, হাসান, হুসাইন, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন হারেছাহ, আয়মান ইবনু উম্মে আয়মানকে সাথে নিয়ে (ঈদের ছালাতের উদ্দেশ্যে) বের হ'তেন উচ্চৈঃস্বরে 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাহ) ও তাকবীর বলতে বলতে। তখন তিনি কর্মকারদের রাস্তা ধরে ঈদগাহে পৌঁছতেন এবং ছালাত শেষে মুচিদের রাস্তা ধরে বাড়ী পৌঁছতেন'।[১৮]

৮. ঈদের রাতকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা :

সারা বছর রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা সুন্নাত। বিশেষত রামাযান মাসের রাত্রিতে। যেমনভাবে ছহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[১৯]

---

১০. আহমাদ হা/২১৯৬৪, সনদ হাসান।
১১. মুসনাদ আহমাদ হা/২৩০৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১।
১২. সুবুলুস সালাম (তা'লীক আলবানী), ২/২০০১।
১৩. বুখারী হা/৯৮৬; মিশকাত হা/১৪৩৪।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/১২৯৪-৯৭; তিরমিযী হা/৫৩০, সনদ হাসান।
১৫. তিরমিযী 'জুম'আ' অধ্যায়।
১৬. ইরওয়া ৩/১২৫।
১৭. বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, সনদ মুরসাল ছহীহ।
১৮. বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, সনদ ছহীহ।
১৯. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

আর রামাযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায় রাত্রি জাগরণ করা অতীব যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে জাগরণ করে ইবাদত করবে, তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[২০]

এছাড়া ফযীলতের আশায় অন্য কোন রাত্রিকে শারঈ দলীল ব্যতীত ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদ'আত। যেমন কিছু মানুষ ফযীলতের আশায় ঈদায়নের রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। এ ব্যাপারে তিনটি যঈফ ও জাল হাদীছ পেশ করা হয়। যথা :

١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ-

(১) ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার রাত্রিতে জাগরণ করবে (ইবাদত করবে), তার অন্তর মরবে না যেদিন অন্তর সমূহ (অর্থাৎ সকল মানুষ) মারা যাবে'।[২১] এ বর্ণনাটি মাওযূ' বা জাল। এর সনদে ওমর ইবনু হারূণ আল-বালখী রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও ছালেহ জাযরাহ বলেন, সে মিথ্যুক। এজন্য আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি জাল।[২২]

٢. عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعِيْدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ.

(২) আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ছওয়াব লাভের আশায় দু'ঈদের রাত্রি জাগরণ করবে, তার অন্তর মরবে না, যেদিন অন্তর সমূহ (অর্থাৎ সকল মানুষ) মারা যাবে'।[২৩] বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল (যঈফ)। এর সনদে বাক্বিয়া ইবনুল ওয়ালীদ আছে, সে মুদাল্লাস রাবী, অথচ সে আনআন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে। এজন্য আলবানী বলেন, বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ।[২৪] ইরাকী বলেন, এর সনদ যঈফ। আল-বুছীরী বলেন, বাক্বিয়ার তাদলীস করার কারণে এ বর্ণনাটির সনদ যঈফ (দুর্বল)।[২৫]

٣. عن معاذ بن جبل مَرْفُوعا : مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الْأَرْبَعَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ : لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ-

(৩) মু'আয (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি চারটি রাত্রি জাগরণ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সেগুলো হ'ল তারবিয়ার রাত (৮ই যিলহজ্জ), আরাফার রাত, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরের রাত'।[২৬] এ বর্ণনাটি মাওযূ' বা জাল। এর সনদে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-উময়া রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক। এর সনদে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ রয়েছে, সে যঈফ (রাবী)। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, حديث لا يصح 'হাদীছটি ছহীহ নয়'। আলবানী বলেন, এটি মাওযূ বা জাল।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈদায়নের রাত্রিতে জাগরণের ফযীলত সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত নেই। এ ব্যাপারে উদ্ধৃত সকল হাদীছই যঈফ ও মওযূ, যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর উক্ত বর্ণনাগুলি দ্বারা ঈদায়নের দু'রাত্রিতে ইবাদত করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুতরাং অন্যান্য রাত্রির চেয়ে ঈদের রাত্রিতে জাগরণের ব্যাপারে বিশেষ কোন ফযীলত ও গুরুত্ব নেই। যদি কারো নিয়মিত রাত্রি জাগরণের অভ্যাস থাকে, সে এই রাত্রি জাগরণ করে নফল ছালাত আদায় করলে তার জন্য নেকী ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অধিক ফযীলত লাভ করার বিশ্বাস ও ধারণায় এই দুই রাত্রি জাগরণ করে তাহ'লে সেটা ভুল ও বিদ'আতী আমল হবে।

৯. নীরবে-নিঃশব্দে ঈদগাহে গমন করা :

কিছু মানুষ চুপ-চাপ ঈদগাহে গমন করে। কেউবা গল্প করতে করতে গিয়ে ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়। তাকবীর পাঠ করে না। আর চুপচাপ বসে থেকেই ছালাত আদায় করে। এটা ঠিক নয়। বরং মুসলমানের জন্য কর্তব্য হ'ল বাড়ী থেকে বের হয়েই ঈদগাহে গমনের পথে তাকবীর পাঠ করতে থাকবে এবং ছালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে ইসলামের এই মহান নিদর্শন প্রচারের জন্য। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ 'এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাক্বওয়া সঞ্জাত' (হজ্জ ২২/৩২)।

ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বের হ'তেন এবং ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।[২৮]

---

২০. *বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২১. *তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, মু'জামুল আওসাত্ব; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১৯৮।*
২২. *সিলসিলা যঈফা, হা/৫২০; যঈফুল জামে' হা/৫৩৬১; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৬৮।*
২৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; যঈফ তারগীব হা/৬৬৬; যঈফুল জামে' হা/৫৭৪২।*
২৪. *সিলসিলা যঈফা হা/৫২১, ৫১৬৩।*
২৫. *সিলসিলা যঈফা ২/১১ পৃঃ।*
২৬. *নাছরুল মাকদেসী, জুয মিনাল আমালী ২/১৮৬; আল-ইলালুল মুতানাহিয়া হা/৯৩৪, ২/৫৬৮।*
২৭. *সিলসিলা যঈফা হা/৫২২।*
২৮. *বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, মুরসাল ছহীহ।*

Contents

ইবনু আবী মূসা বলেন, يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيد جهـرا– 'মানুষ তাদের বাড়ি থেকে দু'ঈদের ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলত'।[২৯]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, يكبر جهرا اذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى 'বাড়ী থেকে বের হয়েই উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলবে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত'।[৩০] ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, এ বিষয়টি আলী, ইবনু ওমর, আবু উমামা, আবু রুহম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৩১] এটা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, আবান ইবনু ওছমান এবং আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদেরও অভিমত। নাখঈ, সাঈদ ইবনু জুবায়ের ও ইবনু আবী লাইলা উক্ত আমল করতেন। হাকাম, হাম্মাদ, মালেক, ইসহাক ও আবু ছাওরও অনুরূপই বলেছেন।

১১. তাকবীরের শব্দাবলী :

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৩২] অর্থঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।[৩৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, الله أكبر كبيْرًا الله أكبر كبيْرًا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার ওয়া আজাল, আল্লা-হু আকবার, ওয়ালিল্লা-হিল হামদ'।[৩৪]

অনেক বিদ্বান পড়েছেন, الله أكبر كَبِيْرا، وَالْحَمْد لله كثيْرا، وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا، 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাওঁ ওয়া আছীলাহ'। অর্থঃ আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।[৩৫] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে সুন্দর বলেছেন।[৩৬]

১২. ঈদের ছালাত আদায়ে অবহেলা করা :

অনেকে মনে করে ঈদের সুন্নাত। এ কারণে কোন কোন লোক ফজরের ছালাত আদায় করেই ঘুমিয়ে যায় বা বৈষয়িক কোন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং ঈদের ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হচ্ছে ঈদের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। অবজ্ঞা ও অবহেলাবশতঃ এ ছালাত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিতেন। উম্মু আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا– 'যুবতী, পর্দানশীন, ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল কাজ (ঈদের খুৎবা) ও মুমিনদের দো'আতে শরীক হবে। ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহ হ'তে দূরে থাকবে। হাফছা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতীও কি বের হবে? তিনি বললেন, সে কি আরাফাত ও অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হয় না?[৩৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَائَهُ أَنْ يَّخْرُجْنَ فِي الْعِيْـدَيْنِ 'তিনি (নবী করীম ছাঃ) স্বীয় কন্যা ও স্ত্রীগণকে দু'ঈদের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন'।[৩৮]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ঈদায়নের যেসব সুন্নাতী আমল ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যরূরী। অবহেলা, অবজ্ঞা বা উদাসীনতায় এসব সুন্নাত ত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। ঈদের ছালাত আদায়ের সাথে সাথে ঐসব সুন্নাত পালনে আমরা সবাই সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৯. আল-মুগনী ২৫৬, ২৬২ পৃঃ।
৩০. আল-মুগনী, ২৫৬, ২৬২।
৩১. তদেব।
৩২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃঃ; আল-মুগনী ২/২৫৪-৫৬ পৃঃ।
৩৩. ইবনু আবী শায়বাহ, ২/২; বায়হাক্বী ৩/৩১৫; ইরওয়া ৩/১২৫-২৬।
৩৪. ইরওয়া ৩/১২৬, সনদ ছহীহ।
৩৫. কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ২৮।
৩৬. যাদুল মা'আদ (বৈরূত : ১৪১৬হিঃ/১৯৯৬খ্রিঃ)), ২/৩৬১ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৭ পৃঃ

৩৭. বুখারী হা/৩২৪, ৯৮০, ১৬৫২।
৩৮. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৮৮।

ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

(২য় কিস্তি)

পোশাক পরিধান সম্পর্কে কতিপয় আদব :

ইসলামে পোশাক পরিধানের কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনকে তা মেনে চলা উচিত। এতে একদিকে যেমন সুন্নাত পালন হবে, অপরদিকে পোশাক পরিধানের জন্য ছওয়াবের অধিকারী হবে। এসব আদবের কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ডান দিকে থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা :

সকল ভাল ও কল্যাণময় কাজের মত পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করা ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন হাদীছের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ডান দিক থেকে পরিধান করা এবং বাম দিক থেকে খোলা উত্তম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুতা ব্যবহার করতে, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে, পবিত্রতা অর্জনে ও তাঁর সকল বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন'।[২] অপর একটি হাদীছে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে'।[৩] জুতা পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ এসেছে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে এবং যখন খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে। যাতে ডান পা প্রথমে আবৃত ও শেষে অনাবৃত হয়'।[৪]

২. পোশাক পরিধানের দো'আ :

ইসলামী জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিক সকল কর্মে হৃদয়কে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত রাখা ও তাঁর কাছে কল্যাণ, দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা। পোশাক পরিধানের সময়েও প্রার্থনা করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন, জামা বা পাগড়ি যাই হোক। অতঃপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রর্থনা করছি এবং এর উদপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অকল্যাণলকর রয়েছে তা থেকে'।[৫] পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দো'আও বর্ণিত হয়েছে, الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، 'সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিনা শ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং রূযী দান করেছেন'।[৬]

কাউকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে দো'আ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের রীতি বা সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيْصًا أَبْيَضَ فَقَالَ ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيْلٌ أَمْ جَدِيْدٌ. قَالَ لاَ بَلْ غَسِيْلٌ. قَالَ الْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে একটি সাদা জামা (বড় পিরহান) পরিহিত অবস্থায় দেখলে তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার কাপড়টি কি ধোয়া না নতুন? তিনি উত্তরে বললেন, নতুন নয়; বরং ধোয়া কাপড়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নতুন পোশাক পর,

* পরিচালক, কিউসেট ইনস্টিটিউট, সিলেট।

১. বুখারী হা/১৬৮;
২. তিরমিযী হা/১৭৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩০, সনদ ছহীহ
৩. আবু দাউদ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৪০১, সনদ ছহীহ।
৪. বুখারী হা/৫৮৫৫; তিরমিযী হা/১৭৭৯; মিশকাত হা/৪৪১০।
৫. আবু দাউদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/৪৩৪২, সনদ ছহীহ।
৬. আবু দাউদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৯।

Contents

প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ প্রদান করুন'।[৭]

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلِى وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى.

আবূ নাযরাহ মুনযির ইবনু মালিক নামক তাবিঈ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ নতুন পোশাক পরিধান করলে (তার শুভকামনা করে) বলা হ'ত, এই পোশাক তোমার দেহেই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে যাক এবং মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে অন্য পোশাক তোমাকে দান করুন।[৮] অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, যে জীবনে এই পোশাক ও অনুরূপ আরো অনেক পোশাক জীর্ণ করার সুযোগ তুমি পাও।

عَنْ أُمِّ خَالِد بِنْت خَالد قالت : أُتِيَ النَّبِيُّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ : مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، قَالَ : ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِد فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، البخاري-

উম্মু খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে কিছু কালো নকশীদার ছোট চাদর ছিল। তিনি বললেন, আমরা এগুলো পরব, তোমাদের মত কী? উপস্থিত সকলে চুপ থাকল। তারপর তিনি বললেন, উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে বহন করে আনা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের হাতে একটি চাদর নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, তুমি পুরাতন কর ও ছিঁড়ে ফেল (অর্থাৎ তুমি বহুদিন বাঁচ)। ঐ চাদরে সবুজ অথবা হলুদ রঙের নকশী ছিল। তিনি বললেন, হে খালিদের মা! وهٰذَا سَنَاهْ অর্থাৎ এটি কত সুন্দর! হাবশী ভাষায় সানাহ অর্থ সুন্দর।[৯]

দো'আ মুমিন জীবনের অন্যতম সম্পদ। দো'আ ইবাদত। মহান আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলে তিনি খুশি হন। মুমিনের উচিত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও মাসনূন দো'আগুলি পাঠ করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

৩. পুরুষদের কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান না করা :

ইসবাল অর্থ ঝুলিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়া। শারঈ পরিভাষায় গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলে পড়াকে ইসবাল বলে। এর বিধান দু'টি। (ক) অহংকার বশতঃ কেউ যদি এই কাজ করে তাহ'লে সকল আলেমদের অভিমত হ'ল সে জাহান্নামে যাবে। (খ) অসতর্কতা বশতঃ যদি ঝুলে যায় তাহ'লে গুনাহ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِى صَلاَتِه خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِى حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে অহমিকার সাথে তার ইযার ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ্র সাথে হালাল বা হারাম কোন প্রকারের সম্পর্ক তার থাকবে না'।[১০]

বিভিন্ন হাদীছ থেকে জানা যায় যে, লুঙ্গি, পাজামা, জামা ইত্যাদি পায়ের পাতা পর্যন্ত বা মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা তৎকালীন সমাজের একটি অতি প্রচলিত রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই রীতি পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَ خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. 'ইযার (লুঙ্গি) পায়ের নালার মাঝামাঝি (অর্ধ সাক) পর্যন্ত পরতে হবে। মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি যখন দেখলেন যে, মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুবই কষ্টকর তখন বললেন, পায়ের গিরা পর্যন্ত। এর নিচে কল্যাণ নেই'।[১১] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِى يَسْتَرْخِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ.

সালিম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ নিজের পোশাক ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ তার প্রতি ক্বিয়ামতের দিন (দয়ার) দৃষ্টি দিবেন না। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে থাকে, আমি তাতে গিরা না দিলে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যারা অহংকার বশতঃ এমন করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও'।[১২] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইযারের বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে'।[১৩]

[চলবে]

---

৭. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৮; ছহীহাহ হা/৩৫২।*
৮. *আবু দাউদ হা/৪০২০।*
৯. *বুখারী হা/৫৮২৩।*
১০. *আবু দাউদ হা/৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৬০১২, সনদ ছহীহ।*
১১. *আহমাদ হা/১৩৬৩০; ছহীহাহ হা/১৭৬৫।*
১২. *আহমাদ হা/৬২০৩; বুখারী হা/৫৭৮৪।*
১৩. *বুখারী হা/৫৭৮৭; নাসাঈ হা/৫৩৩০; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৯৫।*

Contents

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বরূপ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(চতুর্থ কিস্তি)

তৃতীয় প্রকার : توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর একত্ব : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র অনেক সুন্দর সুন্দর ও সর্বোত্তম নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আর আল্লাহ্র রয়েছে সর্বোত্তম নাম সমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ্র নাম সমূহের মধ্যে নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা গণনা করবে বা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১]

আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা : মাহান আল্লাহ আমাদেরকে আশরাফুল মাখলূকাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। দান করেছেন অফুরন্ত নে'মতরাজী। যার কোন একটির শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়। দিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনার যাবতীয় উপকরণ। প্রস্তুত রেখেছেন তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ চীরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত। সেই আল্লাহ সম্পর্কে জানতে কার না ইচ্ছা হয়? প্রত্যেক মুমিন বান্দার অন্তর তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য অধীর আগ্রহে ব্যকুল থাকে। যে যত বেশী আল্লাহকে চিনবে ও জানবে, সে তত বেশী আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে সক্ষম হবে। সে সর্বদা একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। ভয় করবে একমাত্র আল্লাহকেই। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে না। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। আর তাঁর সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম হ'ল, তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। আল্লাহ্র নাম সমূহের একটি হ'ল الرزاق (আর-রায্যাক) তথা রিযিকদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এই নামটি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে, সে কেবল আল্লাহকেই রিযিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করবে। সে কখনোই রিযিক লাভের জন্য মূর্তির কাছে যাবে না। যাবে না কোন পীর, দরবেশ, অলী-আওলিয়ার কবরের কাছে সন্তান চাওয়ার জন্য। বরং একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। আল্লাহ্র অপর একটি নাম হ'ল الشافي (আশ-শাফী) তথা আরোগ্য দানকারী। যে আল্লাহ্র এই নামটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, সে কেবল আল্লাহকেই আরোগ্যদানকারী হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সুস্থতা কামনা করবে। এর জন্য কখনই ল্যাংটা বাবা, পানি বাবা, মাটি বাবা, চরমোনাই, আটরশী, শাহজালাল, শাহমখদুম ইত্যাদি বাবার কাছে যাবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ হ'লেন السميع والبصير তথা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হিসাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, সে যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। কেননা সে যখনই কোন পাপে লিপ্ত হবে, তখনই স্মরণ করবে যে আল্লাহ তার সবকিছুই দেখছেন ও লিপিবদ্ধ করছেন। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই লিপিবদ্ধ আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' *(বানী ইসরাইল ১৭/১৪)*। তাই আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এক্ষেত্রে তাঁকে এক (একক) মানা অতীব যরূরী। কেননা যে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক (একক) না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না, সে তিনটির একটি হ'ল, توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহকে তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক (একক) মানা।

আসমাউছ ছিফাত সম্পর্কিত কতিপয় মূলনীতি

১. আল্লাহ্র সকল নামই حسنى 'হুসনা' তথা সর্বোত্তম : আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই সর্বোত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর কোনটিকে কোনটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বরং সবগুলোকেই সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করতে হবে। কেননা তাঁর নাম সমূহ পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত; যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণও ঘাটতি নেই। আর তাই তো তিনি নিজেই কুরআন মাজীদের চারটি আয়াতে তাঁর নাম সমূহকে হুসনা বা সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন।

١– وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا–

১. 'আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নাম সমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

٢– قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى–

২. বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সর্বোত্তম নাম সমূহ তো তাঁরই! *(বানী ইসরাইল ১৭/১১০)*।

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; প্রধান দা'ঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরক্বান সেন্টার, হূরা, বাহরাইন।*

১. *বুখারী হা/২৭৩৬, ৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭।*

Contents

٣- اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى-

৩. 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সর্বোত্তম নাম সমূহ তাঁরই' *(ত্বহা ২০/৮)*।

٤- هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

৪. 'তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। সর্বোত্তম নাম সমূহ তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(হাশর ৫৯/২৪)*।

২. আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্ধারিত : আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁর সর্বোত্তম নাম সমূহের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন; তেমনি তিনি তাঁর নাম সমূহ কুরআন মাজীদে বর্ণনাও করেছেন। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নাম সমূহের বাইরে কোন নামে আল্লাহকে ডাকা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্র জন্য শোভনীয় নাম সমূহ ও গুণাবলী মানুষের বিবেক দ্বারা নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্র গুণাবলীর বিষয়টি গায়েবী। যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ 'আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে গায়েবের চাবি-কাঠি। তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*। তাই আল্লাহকে খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি নামে ডাকা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্র নির্ধারিত নামের বাইরে অন্য কোন নামে ডাকা মানেই তাঁর সম্বন্ধে ইলম বিহীন কথা বলা। আর আল্লাহ তা'আলা ইলম বিহীন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ-

'বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ, যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহ্র সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

৩. আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী অসংখ্য : আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর সংখ্যা কত তা মানুষের অজানা। কেননা রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছেন এই মর্মে যে,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার ঐ সকল নামের দ্বারা যা আপনি নিজেই আপনার নফসের জন্য নামকরণ করেছেন। অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির মাঝে পসন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে শিখিয়েছেন। অথবা আপনি যা আপনার কিতাবে (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। অথবা আপনি আপনার নিকট তা ইলমে গায়েবের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রেখেছেন'...।[২]

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন আল্লাহ্র ঐ সমস্ত নামের দ্বারা যা তিনি তাঁর ইলমে গায়েবের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা যা ইলমে গায়েবের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন তা কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অনির্দিষ্ট। এমনকি ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর 'আরেযাতুল আহওয়াযী ফী শারহে তিরমিযী'র মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু ওলামায়ে কেরাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহ্র এক হাযার নাম ও গুণাবলী জমা করেছেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, আমরা অনেকেই আল্লাহ্র নাম ৯৯টি বলে জানি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ- 'আল্লাহ্র নিরানববই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪]

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ্র নাম ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। যদি ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হ'ত তাহ'লে হাদীছের ইবারত এরূপ হওয়া যরূরী হ'ত যে, إِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নাম ৯৯টি'। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا 'আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে।

যেমন- যদি বলা হয় যে, আমার নিকটে একশত টাকা রয়েছে; যা আমি দান করার জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এটা যেমন আমার টাকাকে একশত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না; বরং আমার নিকট আরো টাকা রয়েছে, যা আমি অন্য কাজে ব্যয় করতে পারি। তদ্রূপ আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। এটাও আল্লাহ্র নাম সমূকে ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না; বরং আল্লাহ্র আরো অনেক নাম রয়েছে।[৫]

৪. মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র নামের বিকৃতিকরণ থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৭১২; মিশকাত হা/২৪৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯; ছহীহ তারগীব হা/১৮২২।
৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, আ'রাফ ৭/১৮০নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৪. বুখারী হা/২৭৩৬, ৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭।
৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওয়াইদুল মুছলা পৃঃ ১৪।

Contents

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'আর আল্লাহ্র জন্য সর্বোত্তম নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে। সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

সম্মানিত পাঠক! অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর নাম বিকৃতকারীদেরকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্র নামের বিকৃতি কয়েকভাবে হ'তে পারে। যেমন-

(১) আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর কোন কিছুকে অস্বীকার করার মাধ্যমে বিকৃতকরণ। যেমনভাবে মু'তাযিলা, জাহমিয়া, কাদারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ ও কর্মকে অস্বীকার করেছে। তাদের নিকটে আল্লাহ্র ছিফাত সমূহ যা পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে তা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র হাতকে কুদরতী হাত, আল্লাহ্র পা কুদরতী পা ইত্যাদি।

(২) আল্লাহ্র ছিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির ছিফাত বা বিশেষণের সাথে সাদৃশ্য করার মাধ্যমে বিকৃতকরণ। যেমনভাবে মুজাসসিমা বা মুশাব্বিহা বিভ্রান্ত ফিরক্বা আল্লাহ্র ছিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। যেমন আল্লাহ্র হাত মানুষের হাতের মত, আল্লাহ্র পা মানুষের পায়ের মত ইত্যাদি।

(৩) আল্লাহকে এমন নামে নামকরণ করা যা তিনি নামকরণ করেননি। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহকে তার পিতা হিসাবে নামকরণ করেছে। নাঊযুবিল্লাহ।

(৪) আল্লাহ্র নাম সমূহ থেকে অন্যান্য বাতিল মা'বূদদের নামকরণ করার মাধ্যমে বিকৃত করা। যেমনভাবে মক্কার মুশরিকরা তাদের পূজনীয় মূর্তি 'লাত' নামটি আল্লাহ্র নাম 'ইলাহ' থেকে নিয়েছে। 'উয্যা' নামটি আল্লাহ্র নাম 'আল-আযীয' থেকে নিয়েছে। 'মানাত' নামটি আল্লাহ্র নাম 'আল-মান্নান' থেকে নিয়েছে ইত্যাদি।

উল্লিখিত ফিরক্বা সমূহ আল্লাহ্র নামের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এদের থেকে সতর্ক থাকা মুসলামানদের জন্য ওয়াজিব।

توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত)-এর পরিচয় : এর সংজ্ঞা বর্ণনায় মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রাঃ) বলেন,

هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

এটা আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহ ও গুণাবলীকে এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ যেভাবে তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলীকে তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন, তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত সাব্যস্ত করা।[৬]

আল-আক্বীদাতুছ ছাফিয়াহ গ্রন্থ প্রণেতা ড. সাইয়েদ সাঈদ আব্দুল গনী (রহঃ) বলেন,

هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وعلى ما أراده الله تعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

এটা হ'ল, আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী কুরআনুল কারীম এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা। যা আল্লাহ তা'আলার মহান শানে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আল্লাহ তা দ্বারা যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন তা পরিবর্তন, হ্রাসকরণ, সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত বিশ্বাস করা।[৭]

আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ : এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল,

(১) কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে বাহ্যিকভাবে সেগুলির শব্দ ও অর্থকে তারা সেভাবেই সাব্যস্ত করেন। তার বহ্যিক স্থান, শব্দ ও উদ্দিষ্ট অর্থ হ'তে কোনরূপ পরিবর্তন ও ব্যাখ্যা করেন না।

(২) আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর কোন কিছুকেই তারা অস্বীকার করেন না। যেমনভাবে মু'তাযিলা, জাহমিয়া, কাদারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন এই যুক্তিতে তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ সমূহকে অস্বীকার করেছে।

(৩) তারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করেন না। বরং আল্লাহ্র গুণাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃতি আল্লাহ্র দিকেই সোপর্দ করেন। যেমন- কুরআনে আল্লাহ্র হাত, পা, মুখমণ্ডল ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে। তারা আল্লাহ্র এ সকল গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা এ সকল গুণাবলীকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেন না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

(৪) তারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন না। অর্থাৎ তাঁরা এমন ব্যাখ্যা করেন না যে, আল্লাহ্র হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা

---

৬. তাক্বরীবুত তাদমরিয়্যাহ পৃঃ ১১৬।
৭. আল-আক্বীদাহ আছ-ছাফিয়্যাহ পৃঃ ৩৩৩।

ক্ষমতা অথবা তাঁর নে‘মত। আল্লাহ্র ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার ইত্যাদি। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহ্র ছিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। বিভ্রান্ত মু‘তাযিলা ও ক্বাদারিয়া সম্প্রদায় এরূপ রূপক অর্থ করে থাকে।

(৫) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করতে গিয়ে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের গণ্ডী অতিক্রম করেন না। ফলে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারা কেবল সেগুলোই সাব্যস্ত করেন। আর যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকেন। আর যে বিষয়ে চুপ থেকেছেন সে বিষয়ে চুপ থাকেন।

আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চার ইমামের আক্বীদাহ : আয়িম্মাতুল আরবা‘আ তথা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের আক্বীদা বিশ্লেষণ করলেই তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : আল্লাহ্র ছিফাত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف بــه نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك الله تعالى رب العالمين–

‘আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রকার কথা বলা কারো জন্য আদৌ সমীচীন নয়। বরং তিনি যেরূপে তাঁর পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেরূপেই তা সাব্যস্ত করবে। কোন ক্রমেই কেউ তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ সম্পর্কে নিজস্ব রায় প্রদান করবে না। আল্লাহ বরকতময় ও মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।[৮]

তিনি আরো বলেন, ‘মহান আল্লাহ সৃষ্টির বিশেষণে বিশেষিত হন না। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর বিশেষণসমূহের দু’টি বিশেষণ কোন স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বক্তব্য। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার। আল্লাহ নিজে নিজেকে যেরূপে বিশেষিত করেছেন, আমরাও তাঁকে সেভাবেই বিশেষিত করব। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জন্ম গ্রহণও করেননি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব, ক্ষমতাবান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, জ্ঞানী। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর, তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়, তিনি হস্ত সমূহের স্রষ্টা। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়; তিনি সকল মুখমণ্ডলের স্রষ্টা। তাঁর নফস তাঁর সৃষ্টির নফসের মত নয়, তিনি সকল নফসের স্রষ্টা। (আল্লাহ বলেন) ‘কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’।[৯]

৮. শারহু আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যাহ, তাহক্বীক : ড. তুরকী পৃঃ ২/৪২৭; মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান খুমাইস, উছূলুদ দ্বীন ইনদা আবী হানীফা পৃঃ ২৯৯।

তিনি আরো বলেন, ‘তাঁর (আল্লাহ) হাত আছে, মুখমণ্ডল আছে এবং নফস বা সত্তা আছে। কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন। আর কুরআনুল কারীমে আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন, যেমন- মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ কোন স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা অথবা তাঁর নে‘মত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহ্র ছিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা ক্বাদারিয়া ও মু‘তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ কোন স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দু’টি ছিফাত বা বিশেষণ আল্লাহ্র বিশেষণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে’।[১০]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য প্রসিদ্ধ তাবে-তাবেঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী (রহঃ) বলেন,

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه قد وصفه بصفة لا شيء–

‘পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের ফক্বীহগণ সকলেই একমত যে, মহান আল্লাহ্র বিশেষণ সম্পর্কে কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হাদীছগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে, কোনরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা ব্যতিরেকে। যদি কেউ বর্তমানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে তবে সে রাসূল (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগকারী এবং জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ তাঁরা এগুলোকে বিশেষায়িত করেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি। বরং তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতে যা বিদ্যমান তার ভিত্তিতে ফৎওয়া দিয়েছেন, অতঃপর নীরব থেকেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি

৯. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), আল-ফিক্বহুল আবসাত, পৃঃ ৫৬-৫৭; শারহুল মুয়াস্সার আলাল ফিক্বহায়নি আল-আবসাত ওয়াল আকবার, তাহক্বীত; ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান খুমাইস, পৃঃ ১৫৯।

১০. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), আল-ফিক্বহুল আকবার, শারহ : মুল্লা আলী ক্বারী (হানাফী), পৃঃ ৯১-৯৩; শারহুল মুয়াস্সার আলাল ফিক্বহায়নি আল-আবসাত ওয়াল আকবার, পৃঃ ২৭।

জাহম-এর মত গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি (ছাহাবী ও তাবেঈদের) জামা'আত পরিত্যাগ করবে। কারণ সে আল্লাহকে নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করে।[১১]

(২) ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর অন্যতম শিষ্য ইউনুস ইবনু আব্দুল আ'লা বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لِلَّه تَعَالَى أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ جَاءَ بِهَا كِتَابُهُ وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ، لا يسع أحد مِنْ خَلْقِ اللهِ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهَا وَصَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلُ بِهَا فِيْمَا رَوَى عَنْهُ الْعُدُوْلُ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوت الْحُجَّة عَلَيْه فَهُوَ كَافِرٌ، أَمَّا قَبْلَ ثُبُوت الْحُجَّة عَلَيْه فَمَعْذُوْرٌ بِالْجَهْلِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ وَلَا بِالرُّؤْيَة وَالْفِكْرِ وَلَا يَكْفُرُ بِالْجَهْلِ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إِلَيْه بِهَا وَتُثْبَتُ هَذه الصِّفَاتُ وَيَنْفِي عَنْهَا التَّشْبِيهَ كَمَا نَفَى التَّشْبِيهَ عَنْ نَفْسه تَعَالَى فَقَالَ سُبْحَانَهُ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ–

'আল্লাহ্‌র নাম সমূহ ও গুণাবলী রয়েছে। কুরআনে সেগুলির উল্লেখ রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যার কাছে তার দলীল সাব্যস্ত হয়েছে তার জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। কেননা কুরআনে তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এগুলো বলেছেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, ন্যায়পরায়নগণ কারো কাছে বিষয়গুলি প্রমাণিত হওয়ার পরেও সে যদি বিরোধিতা করে তবে সে ব্যক্তি কাফির। তবে যদি কেউ তার নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে বিরোধিতা করে তাহ'লে সে অজ্ঞতার কারণে মা'যূর। কারণ এ বিষয়ক জ্ঞান মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি, গবেষণা ও চিন্তা -ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। কাজেই কেউ যেন কারো নিকটে এ বিষয়ক (কুরআন-হাদীছের) সংবাদ পৌঁছানোর পূর্বে তার অজ্ঞতার কারণে কাউকে কাফির বলে গণ্য না করে। তিনি এ সকল ছিফাত বা বিশেষণ বিশ্বাস করতেন এবং এগুলি থেকে তুলনা অস্বীকার করতেন। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই নিজের তুলনীয় হওয়ার বিষয়টি বাতিল ঘোষণা করে বলেছেন, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।[১২]

১১. *ছাঈদ নিসাপুরী, আল-ই'তিক্বাদ পৃঃ ১৭০; লালকায়ী, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ৩/৪৩২-৪৩৩ পৃঃ।*

১২. *হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মুখতাছারুল উলু, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ ১৭৭; হাফেয ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুবূল, পৃঃ ১/৩৬৫।*

(৩) ইমাম মালেক (রাঃ)-এর আক্বীদাহ : ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রহঃ) বলেন,

سألت مالكاً، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا أمرّوها كما جاءت–

'আমি ইমাম মালেক, ছাওরী, আওযাঈ এবং লাইছ ইবনু সা'দ (রহঃ)-কে আল্লাহ্‌র ছিফাত বা বিশেষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তদুত্তরে তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, ছিফাত বা আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেরূপভাবে এসেছে ঠিক তদ্রূপেই ঈমান আনয়ন কর।[১৩]

জা'ফর ইবনু আব্দিল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একদা মালেক ইবনু আনাস (রহঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সূরা ত্বহার ৫নং আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, আল্লাহ কিভাবে আরশের উপর সমুন্নীত? তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ– 'ইস্তিওয়া বা আরশে সমুন্নীত হওয়া জ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত'।[১৪]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, لم يزل الله عزَّ وجلَّ نفسه عزَّ متكلماً، ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر مما وصف به وجلَّ– 'মহান আল্লাহ সর্বদা কথা বলেন। আর আল্লাহ্‌র গুণাবলী স্বয়ং তিনি যেরূপে বর্ণনা করেছেন তদপেক্ষা অধিক বর্ণনা করা যাবে না'।[১৫] তিনি আরো বলেন, صفوا الله بما وصف به نفسه، وانفُوا عن الله ما نفاه عن نفسه– 'তোমরা ঐরূপে আল্লাহ্‌র ছিফাত সমূহকে বর্ণনা কর যেরূপে আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহ যা নিজের জন্য নিষেধ করেছেন তোমরাও তা থেকে বিরত থাক'।[১৬]

[চলবে]

১৩. *দারাকুতনী, আছ-ছিফাত, পৃঃ ৭৫; বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃঃ ১১৮।*

১৪. *বায়হাক্বী, আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃঃ ৪০৭; ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ১৭-১৮।*

১৫. *হাম্বল বিন ইসহাক বিন হাম্বল, কিতাবুল মিহনা, পৃঃ ৬৮।*

১৬. *ইবনুল জাওযী, মানাকিবে আহমাদ, পৃঃ ২২৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/৫৯১ পৃঃ।*

Contents

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

*ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী**

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম***

(৩য় কিস্তি)

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ফিক্বহী পর্যালোচনা :

হাদীছে নববীতে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ : জামা'আতের শাব্দিক উৎস সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, الْجَمَاعَةُ هِيَ الاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ؛ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ– 'জামা'আত হ'ল সমাজবদ্ধতা। এর বিপরীত হ'ল বিচ্ছিন্নতা। যদিও জামা'আত শব্দটি স্বয়ং ঐক্যবদ্ধ জাতির নামে পরিণত হয়েছে'।[১] পক্ষান্তরে হাদীছে নববীতে উল্লিখিত 'জামা'আত' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মনীষীগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা নিম্নে পর্যালোচনাসহ তাদের উক্তিগুলো এবং সেগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতটি উপস্থাপন করছি।

ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, 'এ বিষয়ে অর্থাৎ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশের ব্যাপারে এবং জামা'আতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলেছেন, জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। আর জামা'আত হ'ল বড় দল'। অতঃপর তিনি (ত্বাবারী) মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন সূত্রে আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ওছমান (রাঃ) নিহত হ'লে আবু মাসঊদ নছীহত প্রত্যাশীকে বলেছিলেন, عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ– 'তুমি জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[২]

অন্য একদল বলেছেন, জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ছাহাবীগণ। তাদের পরবর্তীরা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল আহলুল ইলম (আলেমগণ)। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি জগতের উপরে দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষেরা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অনুসারী।

অতঃপর ঐ উক্তিগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ 'সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে। যে তার বায়'আত ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল'।[৩]

জামা'আত শব্দ এসেছে এমন কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেছেন, এই হাদীছসমূহে বর্ণিত জামা'আত শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের ব্যাপারে মানুষেরা পাঁচটি মতে বিভক্ত হয়েছেন।

১. সেটি হ'ল মুসলমানদের বড় দল। একথার ভিত্তিতে উম্মতের মুজতাহিদগণ, ওলামায়ে কেরাম, শরী'আত বিষয়ে পারদর্শী এবং তদনুযায়ী আমলকারীগণ জামা'আতের মধ্যে শামিল হবেন। তাদের পরবর্তীরাও তাদের মধ্যে শামিল হবেন। কারণ তারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণকারী।

২. এটি হল মুজতাহিদ ইমামগণের দল। এ কথার ভিত্তিতে যারা মুজতাহিদ আলেম নন তারা এ জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তারা তাক্বলীদপন্থীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের (মুজতাহিদ ইমামদের) বিপরীত আমল করবে, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শামিল হবে। আর বিদ'আতীদের কেউই (জামা'আতের মধ্যে) শামিল হবে না।

৩. জামা'আত হ'ল বিশেষত ছাহাবায়ে কেরাম। একথার ভিত্তিতে জামা'আত শব্দটি অন্য একটি বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى 'জামা'আত হ'ল আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি'।[৪]

৪. জামা'আত হ'ল মুসলমানদের দল, যখন তারা কোন ইমারতের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় মিল্লাতের অন্যান্যদের উপর তাদের অনুসরণ করা আবশ্যক হবে। এ মতটি উল্লেখ করার পর ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, এ মতটি দ্বিতীয় মতের দিকে ধাবিত হয়। আর সেটি যা দাবী করে এটিও তাই দাবী করে। অথবা এটি প্রথম মতটির দিকে ধাবিত হয়। আর এটিই সুস্পষ্ট। এর মধ্যে এমন অর্থ নিহিত আছে, যা প্রথমটির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ মুজতাহিদগণ অবশ্যই জামা'আতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মূলতঃ বিদ'আত হবে না। কারণ তখন তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ)।

৫. ইমাম ত্বাবারীর পসন্দনীয় মতামত হ'ল, জামা'আত বলতে মুসলমানদের জামা'আতকে বোঝায় যখন তারা কোন একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। রাসূল (ছাঃ) এ আমীরকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জনগণ তাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে যার ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেছেন, وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى الاجْتِمَاعِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الاجْتِمَاعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، كَالْخَوَارِجِ

** অধ্যাপক, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

*** গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।*

১. *মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/১৫৭।*

২. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৩৭।*

৩. *ঐ।*

৪. *তিরমিযী হা/২৬৪১; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩; ছহীহাহ হা/২০৪, ১৩৪৮।*

وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ– 'সারকথা হ'ল জামা'আত বলতে বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ'।

ইমাম শাত্বেবী কর্তৃক উল্লেখিত মতামত সমূহ চতুর্থ মতামতটি ব্যতীত ইমাম ত্বাবারী থেকে পূর্বে উল্লেখিত মতামতের মতোই। ইমাম শাত্বেবী পরক্ষণেই উল্লেখ করেছেন যে, সেটি প্রথম অথবা দ্বিতীয় মতামত থেকে আলাদা নয়। অতঃপর প্রথম তিনটি মতামত একটি অর্থের দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। আর তা হ'ল জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। অতএব যারা বলেছেন তাঁরা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল- ছাহাবায়ে কেরাম হলেন মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক উপযুক্ত। আর যারা বলেছেন তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম' (আলেম) ও মুজতাহিদগণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল, ছাহাবীগণের পরে তারাই মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক উপযুক্ত। আর যারা বলেছেন তারা মুসলমানদের বড় দল, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম ও বড় বড় তাবেঈগণের যুগ। কেননা ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ)-এর উপদেশের উপর একথার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন, যখন তাকে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের সময়কার ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সে সময়কার বড় দল তারাই যারা কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী। পরবর্তী যুগের লোকেরা তার বিপরীত।

এ অর্থকে কেন্দ্র করেই ওলামায়ে কেরামের মতামত সমূহ আবর্তিত হয়, যারা হাদীছ সমূহে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ– 'বিদ্বানগণের নিকটে জামা'আতের ব্যাখ্যা হ'ল তারা হ'লেন আহলুল ফিক্বহ, আহলুল ইলম ও আহলুল হাদীছ। তিনি বলেন, আমি জারূদ ইবনু মু'আযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল হাসান (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, (জামা'আত হ'ল) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)। বলা হ'ল, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তো মারা গেছেন। তিনি বললেন, অমুক ও অমুক। তাকে বলা হ'ল, তারাও তো মারা গেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বললেন, আবু হামযাহ সুক্কারী হ'লেন জামা'আত। আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই আবু হামযা হ'লেন মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন। তিনি ছিলেন একজন সৎ শায়খ। তিনি (ইবনুল মুবারক) আমাদের মাঝে বেঁচে থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন।[৫]

ইবনু আবিল ইয হানাফী (রহঃ) বলেন, وَالْجَمَاعَةُ: جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 'জামা'আত হ'ল মুসলমানদের জামা'আত। আর তাঁরা হলেন ছাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ'।[৬]

আবু শামাহ (রহঃ) বলেন, وَحَيْثُ جَاءَ الْأَمْرُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُوْمُ الْحَقِّ وَاتِّبَاعِه وَانْ كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلاً وَالْمُخَالِفُ لَهُ كَثِيْرًا، لِأَنَّ الْحقَّ هُوَ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ الْأُوْلَى مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابِهِ رضى الله عَنْهُم وَلَا نظَرَ اِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ بَعْدَهُمْ– 'যেখানে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার কথা এসেছে সেখানে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- হক ও তার অনুসারীদেরকে আঁকড়ে ধরা। যদিও হককে আঁকড়ে ধারণকারীর সংখ্যা অল্প হয় এবং এর বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হয়। কারণ হকতো তাই, যার উপর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রথম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের পরে বাতিলপন্থীদের আধিক্যের কোন গুরুত্ব নেই'।[৭]

এ অর্থটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাণী থেকেও এসেছে। লালকাঈ তার সনদে আমর ইবনু মায়মূন থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাকে বলেন, يَا عَمْرَو بْنَ مَيْمُون إِنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الَّتِي تُفَارِقُ الْحَقَّ، إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ– 'হে আমর ইবনু মায়মূন! জনসাধারণের জামা'আত হ'ল সেটি যা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত জামা'আত হ'ল সেটি যা আল্লাহ্র আনুগত্যের অনুকূলে। যদিও তুমি একাকী হও'।[৮]

জামা'আত শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ইবনু জারীর ত্বাবারী ও শাত্বেবী (রহঃ)-এর মতামতগুলোর মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকল। আর সেটি ইবনু জারীরের বক্তব্য, এমন জামা'আত যার একজন আমীর আছেন এবং লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শাত্বেবী মনে করেন, এ মতটি কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত মতামতগুলোর বিপরীত নয়। ইবনু জারীর তাবারীর মন্তব্য উল্লেখ করার পর শাত্বেবী বলেন, জামা'আত বলতে বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ'। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা শাত্বেবী মনে করেন, তার বর্ণিত ঐ পাঁচটি মতামত যার মধ্যে ইবনু জারীর ত্বাবারীর উক্তিও রয়েছে, এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আহলুল ইত্তেবার (কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণকারীগণ) উপর আবর্তনশীল। আর জামা'আত সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। তবে ইবনু জারীরের উক্তি অন্যান্য উক্তিগুলো থেকে ভিন্নতার ফায়েদা দেয়। ঐ মতামতগুলো উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

৫. *তিরমিযী হা/২১৬৭-এর আলোচনা।*

৬. *শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪৩১।*

৭. *আবু শামাহ, আল-বাইছু আলা ইনকারিল বিদঈ ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃঃ ২২।*

৮. *শারহু উছূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১০৮।*

وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِه 'সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে'। তাঁর 'আছ-ছাওয়াব' (সঠিক হ'ল) কথাটি ফায়েদা দেয় যে, অন্যান্য মতামতগুলো তার মতের বিপরীত। তবে বাস্তবতা হ'ল, জামা'আতের আক্বীদাহ ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে ঐ মতামতগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই অর্থটিকেই আল্লামা শাত্বেবী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তির ব্যাপারে মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তার আলোচনা ছিল। সেখানে এসেছে, سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً- يَعْنِي اَهْلَ الاَهْوَاءِ-كُلُّهَا فِى النَّارِ الاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ- 'আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তির পূজারীরা)। একটি দল ব্যতীত সবগুলো জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।

অতঃপর শাত্বেবী সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দটিকে এ অর্থের উপর আরোপ করেছেন। যার মধ্যে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছও রয়েছে। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইবনু জারীর (রহঃ) শুধু হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা করেননি। পূর্বে বর্ণিত তার মতামত 'হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল' (المراد من الخبر) কথাটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতামতগুলো উল্লেখ করেছেন। হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শব্দ ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতামতের অনুকূলে। সেখানে এসেছে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[৯]

এই অর্থে 'আল-মুফহাম' (المفهم) গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা কুরতুবী ইবনু জাবীরের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যেখানে তিনি تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবে' এর অর্থে বলেন, অর্থাৎ মুসলমানগণ কোন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলে তার আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে না। যদিও তিনি যুলুম করেন'।[১০]

এই অর্থে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ছহীহ মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, مَنْ رَاَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল.. (এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল)।[১১] আর হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'ল- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল... (সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না)'।[১২]

কাযী আয়ায (রহঃ) এই হাদীছের আলোচনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল' এর প্রকাশ্য অর্থ হ'ল- সাধারণ মানুষ এবং ইমারতের ব্যাপারে যার সম্পর্কে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা হ'লেন আহলুল ইলম (জ্ঞানীগণ)।[১৩] একথার মাধ্যমে কাযী আয়ায (রহঃ) জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বাবারীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তিনি তার মতের অনুকূল অর্থের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং অন্য মতটি দুর্বল ছীগায় (قيل) বর্ণনা করার মাধ্যমে তা দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

যদিও এ হাদীছগুলোতে আহলুল ইলম দ্বারা জামা'আতের ব্যাখ্যা করা জামা'আতের প্রকাশ্য অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয় না, কিন্তু এ আলোচনার প্রথমে উল্লেখিত পূর্বের হাদীছসমূহ জামা'আতের এ অর্থকে স্পষ্ট করে।

মোদ্দাকথা হ'ল, জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য। আর ইবনুল আরাবী (রহঃ) এটাকেই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ 'তোমাদের উপর আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস করা' এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এখানে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ যখন কোন কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন পরবর্তীদের জন্য অন্য আরেকটি মতামত আবিস্কার করা জায়েয হবে না। দ্বিতীয় অর্থ হ'ল- তারা যখন কোন ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তার সাথে বিবাদ করা বা তার বিরোধিতা করা বৈধ হবে না।[১৪] এ কথার স্বীকৃতি আল্লামা শাত্বেবীর কথা থেকেও পাওয়া যায়। জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বড় দলই ভ্রান্ত ফিরক্বাসমূহের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা তাদের দ্বীনের বিষয়ে যার উপরে অটল ছিলেন, সেটিই হক্ব। আর যে তাদের বিরোধিতা করবে সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে। তাই তারা শরী'আতের কোন বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করুক অথবা তাদের আমীর ও সুলতানের বিষয়ে বিরোধিতা করুক। সে হকের বিরোধিতাকারী।[১৫]

[চলবে]

৯. *বুখারী হা/৩৬০৬;১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*
১০. *আল-মুফহাম ৪/৫৭।*
১১. *বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬২৪৯; ইরওয়া হা/২৪৫৩; আহমাদ হা/২৮৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
১২. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। শু'আইব আরনাউত বলেন, হাসান।
১৩. *মাশারিকুল আনওয়ার ১/১৫৩-১৫৪।*
১৪. *আরেযাতুল আহওয়াযী ৯/১০।*
১৫. *আল-ই'তিছাম ২/২৬০।*

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জামা'আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে : ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাসঊদ ছাহেব নিজেকে এই হাদীছের সত্যায়ন হিসাবে মনে করছেন। অর্থাৎ 'জামা'আতুল মুসলিমীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তার নতুন গজিয়ে ওঠা দল এবং 'ইমাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল স্বয়ং তিনি নিজেই। অতঃপর তিনি এই জামা'আতকে তাগূত সরকারের নিকট থেকে একাধিকবার রেজিস্ট্রেশনও করিয়েছেন।

সম্মানিত শায়খ ডঃ আবূ জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী (আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন) স্বীয় 'ফিরক্বায়ে জাদীদাহ' গ্রন্থে মাসঊদ ছাহেবের এই ভেল্কিবাজি নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং অকাট্য দলীল ও প্রমাণাদি দ্বারা এটি সাব্যস্ত করেছেন যে, 'জামা'আতুল মুসলিমীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের সরকার ও ইমারত এবং 'ইমাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল খলীফা ও সুলতান। প্রকাশ থাকে যে, মাসঊদ ছাহেবের ফিরক্বা না কোন হুকূমত ও ইমারতের উপরে শামিল রয়েছে, আর না খলীফা ও সুলতানের উপরে। এজন্য তিনি এই হাদীছের সত্যায়নকারী নন।

সংক্ষেপে নিবেদন হ'ল, আহলে ইলম বা আলেমদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) রয়েছে যে, এই 'জামা'আত' দ্বারা মাসঊদ ছাহেবের জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। বরং হয় ইমারত ও হুকূমত বিশিষ্ট রাজনৈতিক জামা'আত অথবা ছাহাবা (রাঃ) ও আহলুল হক্ব (অর্থাৎ আহলুল হাদীছ)-এর জামা'আত।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) উক্ত হাদীছকে 'বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ' (قتال أهل البغي) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[১] যার দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, বায়হাক্বীর নিকটেও উক্ত হাদীছের সম্পর্ক রাজনৈতিক বিষয়াবলীর সাথে। নতুবা জামা'আত না থাকার কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে? অথচ উম্মতের একটি দল (অর্থাৎ হক্বপন্থীদের জামা'আত) কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে অবশিষ্ট থাকবে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও এর দ্বারা 'আমীর' উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আমীর।

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় আরয হ'ল, জামা'আতুল মুসলিমীন (جماعة المسلمين) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের খেলাফত এবং 'তাদের ইমাম' (إمامهم) দ্বারা 'খলীফা' (خليفتهم) উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যার দু'টি দলীল নিম্নরূপ :

১. (সুবাই' বিন খালেদ) আল-ইয়াশকুরী-এর সনদে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوْتَ 'যদি তুমি তখন কোন খলীফা না পাও, তাহ'লে মৃত্যু অবধি পালিয়ে থাকবে'।[২]

এই হাদীছের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) সংক্ষিপ্ত তাওছীক্ব (সত্যায়ন) নিম্নরূপ :

১. সুবাই' বিন খালেদ আল-ইয়াশকুরী (রহঃ) : ইবনু হিব্বান, ইমাম ইজলী, হাকিম, আবূ 'আওয়ানা এবং যাহাবী তাঁকে ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) ও ছহীহুল হাদীছ বলেছেন। আর এ শক্তিশালী তাওছীক্বের পর তাঁকে 'মাজহূল' (অজ্ঞাত) বা 'মাসতূর' বলা ভুল।[৩]

সতর্কীকরণ : এই তাওছীক্বের বিপরীতে সুবাই' বিন খালেদ (রহঃ)-এর ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা বিদ্যমান নেই।[৪]

২. ছাখর বিন বদর আল-ইজলী (রহঃ) : ইবনু হিব্বান এবং আবূ 'আওয়ানাহ তাঁকে ছিক্বাহ ও ছহীহুল হাদীছ বলেছেন। আর এই তাওছীক্বের পরে শায়খ আলবানীর তাঁকে 'মাজহূল' বলা ভুল ।

৩. আবুত-তাইয়াহ ইয়াযীদ বিন হুমায়েদ (রহঃ) : ছহীহায়েন এবং সুনানে আরবা'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত (নির্ভরযোগ্য) ছিলেন।

৪. আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ (রহঃ) : ছহীহায়েন এবং সুনানে আরবা'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত ছিলেন।

৫. মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রহঃ) : ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থের রাবী এবং ছিক্বাহ হাফেয ছিলেন।

প্রমাণিত হ'ল যে, এ সনদটি হাসান লি-যাতিহি। আর ক্বাতাদার (ছিক্বাহ মুদাল্লিস) নাছর বিন আছিম থেকে সুবাই' বিন খালেদ সূত্রের বর্ণনাটি ছাখর বিন বদরের হাদীছের শাহেদ বা সমর্থক। যেটি মাসঊদ আহমাদ বিএসসির 'উছূলে হাদীছ'-এর আলোকে সুবাই' বিন খালেদ (রহঃ) পর্যন্ত ছহীহ।[৫]

এই 'হাসান' বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীছে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল খলীফা। স্মর্তব্য যে, হাদীছ হাদীছের ব্যাখ্যা করে। এই হাদীছ দ্বারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' এবং তাদের ইমাম অর্থাৎ খলীফার আলোচনার অকাট্য ফায়ছালা হয়ে যায়।

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৫৬।

২. সুনানে আবু দাঊদ, হা/৪২৪৭, সনদ হাসান; মুসনাদে আবু 'আওয়ানাহ, ৪/৪২০, হা/৭১৬৮।

৩. কোন রাবীকে ছিক্বাহ হিসাবে আখ্যায়িত করাকে 'তাওছীক্ব' বলে। আর 'মাজহূল' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ রাবী, যার ইলমী অবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ অবগত নন। মাজহূল রাবী দু'প্রকার। ১. মাজহূলুল 'আইন : যার নাম জ্ঞাত হ'লেও অন্যান্য বিষয়াদি অজ্ঞাত এবং তার নিকট থেকে মাত্র একজনই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এমন রাবীকে 'মাজহূলুল 'আইন' বলা হয়। তাওছীক না করা হলে এমন রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ২. মাজহূলুল হাল : যে রাবী থেকে দুই কিংবা দু'জনের অধিক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার তাওছীক করা হয়নি তাকে মাজহূলুল হাল বা 'মাসতূর' বলা হয়। জমহূরের নিকটে এমন রাবীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মাহমূদ আত-তহহান, তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ১২০-১২১; ডক্টর সুহায়েল হাসান, মু'জামু ইছতিলাহাতিল হাদীছ, পৃঃ ৩০৪-৩০৬)।-অনুবাদক}

৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৩৪৫-৩৫০।

৫. দেখুন : সুনানে আবু দাঊদ, হা/৪২৪৪; হাকেম (৪/৪৩২-৪৩৩) একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

Contents

ফায়েদা : ইমাম ইজলী নির্ভরযোগ্য ইমাম ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁকে শৈথিল্যবাদী আখ্যায়িত করা ভুল।[৬]

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'মুসলমানদের জামা'আতকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, : قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ وَعَضُّ أَصْلِ الشَّجَرَةِ كِنَايَةٌ عَنْ مُكَابَدَةِ الْمَشَقَّةِ 'বায়যাবী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন, এর অর্থ হ'ল, যখন যমীনে কোন খলীফা থাকবে না, তখন তোমার কর্তব্য হ'ল বিচ্ছিন্ন থাকা এবং যুগের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর গাছের শিকড় কামড়ে থাকা দ্বারা কষ্ট সহ্য করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে'।[৭]

হাফেয ইবনু হাজার মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاسُ أَحْزَابًا فَلَا يَتَّبِعُ أَحَدًا فِي الْفُرْقَةِ وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ 'সঠিক হ'ল, হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যে (দলটি) তার (ইমাম)-এর ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার বায়'আতকে ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল। তিনি (ইবনে জারীর) বলেন, আর হাদীছটিতে (এইও) আছে যে, যখন মানুষের কোন ইমাম থাকবে না এবং লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, তখন সে কোন দলেরই অনুসরণ করবে না এবং সক্ষম হলে সব দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে'।[৮]

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল মালেক বিন বাত্ত্বাল কুরতুবী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ) বলেছেন, وفيه حجة لجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور- 'এ হাদীছে ফক্বীহদের জন্য মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার এবং যালিম শাসকদের বিরোধিতা না করার দলীল রয়েছে'।[৯]

হাফেয ইবনু হাজার উক্ত হাদীছের একটি অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَطَاعَةِ سَلَاطِينِهِمْ وَلَوْ عَصَوْا 'এটি মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের শাসকদের আনুগত্য করার ইঙ্গিতবাহী। যদিও তারা (শাসকবর্গ) নাফরমানী করে'।[১০]

হাদীছ ব্যাখ্যাকারকদের (ইবনু জারীর ত্বাবারী, ক্বাযী বায়যাবী, ইবনু বাত্ত্বাল ও হাফেয ইবনু হাজার) উক্ত ব্যাখ্যাসমূহ (সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুপাতে) দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, উল্লেখিত হাদীছ (জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমাকে আঁকড়ে ধরবে) দ্বারা প্রচলিত জামা'আত ও দলসমূহ (যেমন মাসঊদ আহমাদ বিএসসির জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উদ্দেশ্য নয়। বরং মুসলমানদের সর্বসম্মত খেলাফত ও খলীফা উদ্দেশ্য।

একটি হাদীছে এসেছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে তার কোন ইমাম (খলীফা) নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[১১]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর এক ছাত্রকে বলেছেন যে, تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه 'তুমি কি জান (উক্ত হাদীছে বর্ণিত) ইমাম কাকে বলে? ইমাম তিনিই, যার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছে। প্রতিটি লোকই বলবে যে, ইনিই ইমাম (খলীফা)। এটাই উক্ত হাদীছের মর্মার্থ।[১২]

এই ব্যাখ্যা দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'তাদের ইমাম' (إمامهم) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ ইমাম (খলীফা), যার খেলাফতের ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজমা হয়ে গেছে। যদি কারো ব্যাপারে প্রথম থেকেই মতানৈক্য হয়, তবে তিনি এই হাদীছে উদ্দেশ্য নন। এজন্য ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার (জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উক্ত হাদীছ দ্বারা নিজের তৈরী ও নতুন গজিয়ে ওঠা ফিরক্বাকে উদ্দেশ্য নেয়া ভুল, বাতিল এবং অনেক বড় ধোঁকাবাজি।

আপনারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, কোন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ইমাম, মুহাদ্দিছ, হাদীছের ভাষ্যকার অথবা আলেম খায়রুল কুরূনের (স্বর্ণ) যুগ, হাদীছ সংকলনের যুগ এবং হাদীছ ব্যাখ্যাতাদের যুগে (১ম হিজরী শতক থেকে ৯ম হিজরীশতক পর্যন্ত) কেউ কি এ হাদীছ দ্বারা এই দলীল সাব্যস্ত করেছেন যে, জামা'আতুল মুসলিমীন দ্বারা খেলাফত উদ্দেশ্য নয় এবং 'তাদের ইমাম' দ্বারা খলীফা উদ্দেশ্য নয়। বরং কাগুজে রেজিস্টার্ড জামা'আত এবং তার কাগুজে অসমর্থিত আমীর উদ্দেশ্য? যদি এর কোন প্রমাণ থাকে তবে যেন পেশ করে। অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদেরকে যেন বিভ্রান্ত না করে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : মুহতারাম আবূ জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী হাফিযাহুল্লাহর গ্রন্থ 'আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ'।[১৩]

---

৬. দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৩৫১-৩৫৩।
৭. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।
৮. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।
৯. ইবনু বাত্ত্বাল, শরহে ছহীহ বুখারী, ১০/৩৩।
১০. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।
১১. ছহীহ ইবনে হিব্বান, ১০/৪৩৪; হা/৪৫৭৩; হাদীছ হাসান।
১২. সুওয়ালাতু ইবনে হানী, পৃঃ ১৮৫; অনুচ্ছেদ ২০১১; তাহকীকী মাকালাত ১/৪০৩।
১৩. প্রাপ্তিস্থান : ডঃ আবূ জাবের দামানভী, ব্লক-৩৮, বাড়ী-৬৪৭, কিমাড়ী, করাচী। পোস্ট কোড : ৭৫৬২০।

Contents

আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে মাসঊদ ছাহেবের কতিপয় শিশুসুলভ সমালোচনা :

‘মাযাহিবে খামসাহ’ (পঞ্চ মাযহাব) নামক পুস্তিকার ৩২ পৃষ্ঠায় মাসঊদ ছাহেব এই দাবী করেছেন যে, ছালাতে ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম....’ পাঠ করা ফরয এবং ‘ছালাতুর রাসূল’ গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠা থেকে হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটী (রহঃ)-এর একটি ইবারত থেকে এই ফলাফল গ্রহণ করে যে ‘উল্লেখিত দো‘আটি পড়া যরূরী নয়’ আহলুস সুন্নাহকে (আহলেহাদীছ) দোষারোপ করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

জবাব-১ : মুহতারাম হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটী (রহঃ)-এর প্রতিটি কথাই আহলেহাদীছদের জন্য দলীল নয়। আর না কোন আহলেহাদীছ তাঁর প্রত্যেক কথাকে দলীল মনে করে। এজন্য অভিযোগটি গোড়াতেই খতম হয়ে গেছে।

জবাব-২ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ‘অতঃপর মুছল্লী যেন নিজের জন্য যে কোন দো‘আ পসন্দ করে এবং দো‘আ করে’।[১৪]

প্রতীয়মান হ’ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো মুছল্লীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু মাসঊদ ছাহেব সেই স্বাধীনতাকে হরণ করছেন।

জবাব-৩ : ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছের উপরে এই অনুচ্ছেদটি বেঁধেছেন, بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ‘তাশাহহুদের পরে যে দো‘আটি বেছে নেয়া হয়, অথচ তা আবশ্যক নয়’।[১৫]

যদি মাসঊদ ছাহেব তার লকবসহ কোন ফৎওয়া প্রদান করেন, তবে তার ফৎওয়ার টার্গেটে ইমাম বুখারী (রহঃ)ও এসে যাচ্ছেন। (আমরা মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যাদান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি)।

জবাব-৪ : ধরুন যে, হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ভুল হয়েছে। তবে এটা তাদের ইজতিহাদী ভুল। আহলুল হাদীছদের নিকটে হক্বের মানদণ্ড এবং দলীল তিনটি- ১. কুরআন মাজীদ ২. ছহীহ হাদীছসমূহ ৩. উম্মতের ইজমা।

সতর্কীকরণ : কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের ইজমাও শরী‘আতের দলীল এবং হুজ্জাত বা প্রমাণ। উপরন্তু ইজতিহাদের বৈধতাও প্রমাণিত রয়েছে। আর সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা দলীল গ্রহণ সর্বোত্তম ইজতিহাদ।

এভাবে মাসঊদ ছাহেব এবং তার দল যুগের কলংক ‘আল-মুসলিম’ নামক পত্রিকায় (নামটি হওয়া উচিৎ ছিল এর বিপরীত) আহলেহাদীছ ও আহলে আছারদের (অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের সাথীগণ) বিরুদ্ধে ‘দসতূরুল মুত্তাকী’ নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অপবাদ আরোপ করে রেখেছেন। অথচ আহলেহাদীছদের নিকটে ‘দসতূরুল মুত্তাকী’ না কুরআন, আর না ছহীহ হাদীছসমূহের সংকলন। এজন্য এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দলীল নয়। এতে কুরআন মাজীদের যে আয়াতসমূহ এবং যে ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে, সেগুলি দলীল। এ গ্রন্থের লেখকের নিজস্ব রায় সমূহ কোন আহলেহাদীছের নিকটেই দলীল নয়। সুতরাং কেন আহলেহাদীছদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে?

মাসঊদ ছাহেবের এই শিশুসুলভ কর্মকাণ্ডের দ্বারা কারা উপকৃত হবে? তিনি কি মুহাদ্দিছদের শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করছেন না?

যেমন- আহলুল হাদীছ নামটি তার নিকটে বিদ‘আত মনে হয়েছে। তাই তার মূলনীতি অনুযায়ী ইমাম বুখারী ও অন্যরা বিদ‘আতী সাব্যস্ত হয়েছেন। কেননা তাঁরা এই নামটি ব্যবহার করেছেন। (আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই)। বিদ‘আতের এই সুর কোথায় গিয়ে শেষ হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন খুৎবায় বলেন, أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ‘আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিব যেগুলি তোমরা অবগত নও এবং যা আমার প্রভু আজ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (আল্লাহ বলেন,) আমি আমার কোন বান্দাকে যে সকল সম্পদ দান করি, তা হালাল। আমি আমার সকল বান্দাকে ‘হুনাফা’ (হানীফ[১৬]-এর বহুবচন) করে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের নিকটে এসে তাদেরকে পদস্খলিত করে। আর যে সকল বস্তু আমি তাদের জন্য হালাল করেছি, সেগুলিকে তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে’।[১৭]

আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ রইল যে, তিনি যেন এসব পথভ্রষ্টকারী শয়তানগুলো থেকে আমাদেরকে স্বীয় হেফাযতে রাখেন এবং আহলুল হাদীছদেরকে (অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ) এই পৃথিবীতে রাজনৈতিক বিজয় দিয়ে তাঁর জামা‘আতুল মুসলিমীন এবং এর ইমাম তথা খলীফাকে ক্বায়েম করে দেন- আমীন!

সতর্কীকরণ : এই প্রবন্ধটি প্রথমে ‘আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ’-এর শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সংশোধন, সম্পাদনা ও অতিরিক্ত ফায়েদা সহ এটাকে দ্বিতীয় বার প্রকাশ করা হচ্ছে। আল-হামদুলিল্লাহ। *(৬ই অক্টোবর, ২০১১ইং)।*

[চলবে]

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০২।
১৫. বুখারী, হা/ ৮৩৫-এর পূর্বে।

১৬. ‘হানীফ’ অর্থ একনিষ্ঠ। ‘দ্বীনে হানীফ’ হ’ল ইসলাম ধর্ম। ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে ‘দ্বীনে হানীফ’ বলা হয়। মূলতঃ একনিষ্ঠ মুসলমানগণই হ’লেন হানীফ।-অনুবাদক।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৫।

মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন

আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখনীর মাধ্যমে যখন জেনেছিলাম 'ছাহাবায়ে কেরামের অনেকে ব্যবসার পণ্য নিয়ে পালের নাও সাজিয়ে জাভা-সুমাত্রা-মালাক্কা দ্বীপসমূহে আগমন করেছিলেন, তখন থেকেই মনের মধ্যে এক উদগ্র বাসনা চেপে বসেছিল, ওসব এলাকা দেখার জন্য। সে বাসনার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল ১৯৯৩ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের পাশাপাশি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র ভাইদের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে। ছাহাবীদের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী মিশনের পদাংক অনুসরণ করতে পারাটা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্বও বটে।

চলতি বছরে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার দায়িত্বশীল ভাইদের উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে এক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। আমার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় তা স্থগিত করা হয়। পরবর্তী ঈদুল ফিৎরের ছুটিতে প্রোগ্রাম হওয়ার এক সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়। মালয়েশিয়া হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়া সহজ বিধায় ঐ পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের দ্বীনী ভাই জনাব ডাঃ আল-আমীন ছাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সে অনুযায়ী কাজ হ'ল মাশাআলাহ। উলেখ্য যে, তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আলাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন- আমীন!

যাইহোক অবশেষে ভিসা পাওয়া গেল। অতঃপর টিকেটের ব্যাপারে মালয়েশিয়া প্রবাসী আমাদের দ্বীনী ভাইদ্বয় জনাব যাকারিয়া (ঢাকা) ও সাইফুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) এবং তাদের সাথীগণ দায়িত্ব নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেন। মালয়েশিয়া থাকাকালীন সময়ে মেযবান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ আলী ভাই (কলিকাতা)।

১৩ই জুন রাত ১১-টা ২০ মিনিট মালিন্দো এয়ারলাইন্স যোগে সফর শুরু হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলাম। বিদায় বেলায় বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ নছীহত করেছিলেন, তা আমার সারা জীবনের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে ইনশাআলাহ।

বিমান ডানা মেলে উড়ে চললো কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তা মনে নেই। সামান্য ঝাকুনিতে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলাম বিমান নামতে শুরু করেছে। দ্রুত বেল্ট বেঁধে নিলাম। নামার পর ইমিগ্রেশনের কাজ।

-*কীমানা নামু পারকী?* অর্থাৎ আপনি কোথায় যাবেন?

-*ছায়া পারকী সুংগাই বুলু* অর্থাৎ আমি সুংগাইবুলু যাব।

এই জাতীয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু মালয়ী বাক্য শিখে নিয়েছিলাম। তার সাথে হালকা ইংরেজী মিশিয়ে কাজ চালিয়ে নিলাম।

১৪.০৬.১৫ তারিখ ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে এয়ারপোর্টের বাইরে বের হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উপস্থিত হ'লেন মুহাম্মাদ আলী ভাই আর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত জনাব আলী হায়দার ভাই। সাথে ছিল আলী ভাইয়ের ছোট্ট ছেলেটি। রাস্তার দু'দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য, গাছ-পালা, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, ফোয়ারা প্রভৃতি দেখে কেবলই মনে হয় মহান প্রতিপালক যেন অবিরাম করুণাধারা বর্ষণ করছেন সর্বত্র, অনন্ত-অসীম যেন তাঁর বাগানে নিজ হাতে পানি দিচ্ছেন। নাশতার বিরতি হ'ল এক রেস্টুরেন্টে। তারপর সোজা হুমায়ূন ভাইয়ের বাসায়। সেখানে হুমায়ূন ভাই ও যাকারিয়া ভাই অপেক্ষা করছেন আটার রুটি ঘুঘু পাখীর ভূনা গোশত আরও কত কিছু খাবারের আইটেম নিয়ে। ভূরিভোজ সেরে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় ঘুমিয়ে গেলাম।

পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল পঞ্চে আলম মসজিদে। বাদ যোহর পাবনার হাফীযুর ভাইসহ আরও অনেকে এসেছেন নিতে। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম অনুষ্ঠানস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রাণবন্ত প্রোগ্রাম হ'ল। তারপর মধ্যাহ্নভোজ শেষে যাকারিয়া ভাইয়ের বাসায় গেলাম। বাসাটি 'মাতাম পাগার' (অর্থ গুলিস্তান বা ফুল বাগান) এলাকায় অবস্থিত।

১৪.০৬.১৫ বাদ এশা 'মাতাম পাগার' মাসজিদে প্রোগ্রাম হ'ল। ওদেশে শিরকের মঞ্চ-বেদী নেই। বিশেষ করে কবরপূজা, মাযারপূজা নেই। তবে কতক মসজিদে ছালাত শেষে বিদ'আত দেখলাম অভিনব কায়দায়। আর তা হ'ল মাইকে জোরে যিকর করা, সম্মিলিত মুনাজাত আর মীলাদ-ক্বিয়াম। যাতে আবার বড়রা দাঁড়িয়ে থাকে গোলাকার হয়ে, আর ছোটরা তাদের হাতে চুমু দেয় ঘুরে ঘুরে। কতক ইমাম টাখনুর নীচে কাপড় পরেছেন। জিজ্ঞাসা করলে শাফেঈ মাযহাবের দোহাই দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এ পরিবেশ দেখে মনে মনে বললাম, হায়রে মাযহাব! তুই স্বেচ্ছাচারীদের হাতিয়ার, তুই পুঁজিবাদীদের হাতিয়ার, তুই পেটুয়া মোলা-মুফতীদের পেট পূজার হাতিয়ার!

প্রোগ্রাম শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর শাখা গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে 'সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল। অবশেষে পুনরায় জনাব আরীফ ভাইয়ের বাসায় নৈশভোজ সেরে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় এসে ঘুমিয়ে গেলাম।

১৫.০৬.১৫ দুপুরে ইণ্ডিয়ান হোটেলে নানা পদের খাবার খেয়ে 'বান্দার বারু' (নতুন শহর) বড় মসজিদে যোহর ছালাত আদায় করলাম। তারপর পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য 'পুচং মাজুজায়া'তে জনাব ফারূক ভাই (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)-এর মার্কেটের উপরে অবস্থিত সুরাউ ওয়াক্তিয়া মসজিদে হাযির হ'লাম। ফারূক ভাই ও মসজিদের ইমাম সহ অন্যান্য দ্বীনী ভাইয়েরা সাদর সম্ভাষণ জানালেন। ফারূক ভাইয়ের রেস্টুরেন্টের তৈরী নানান স্বাদের মুখরোচক খাবার খেয়ে তৃপ্ত হ'লাম। প্রোগ্রাম শেষে কট্টর এক ছূফীবাদী আক্বীদায় বিশ্বাসী দেশী ভাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালালে ফারূক ভাই, মুহাম্মাদ আলী ভাই এবং আযাদ ভাইয়ের কঠোর প্রতিবাদের মুখে তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

Contents

রাতে ফিরে এসে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় অপেক্ষমান জনাব আলী হায়দার ভাই, তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু জনাব শহীদ ভাই সহ আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। সেখানে মালয়েশিয়ার সুস্বাদু ফল 'ডরিয়ান'-এর স্বাদে-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরদিন সকালে আলী হায়দার ভাইয়ের সাথে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিসহ বিশেষ জায়গা সমূহে যাওয়ার কথা। বিধায় তাঁর বাসাতেই রাত্রি যাপন করলাম।

১৬.০৬.১৫ সকালে বিশ্বনন্দিত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'-এর ডাইনিং-এ নাশতার কাজ সারা হ'ল। সে এক অপূর্ব স্মৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল মসজিদ, সুউচ্চ মিনার দর্শনার্থীদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। এ দেশের মসজিদ সমূহে আরব দেশগুলির মতোই বাচ্চাদের তা'লীমের ব্যবস্থা আছে। সেই সাথে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্যের সমাহারও রয়েছে। যদিও তার মধ্যে বিদ'আতী খতম পড়া ও যিকর-এর বইও নযরে পড়ল।

ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং বাংলাভাষী ভাইদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করা। কিন্তু তেমন কারো সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আপাতত সে সুযোগ হ'ল না। যাইহোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হ'লাম কুয়ালালামপুর সিটি সেন্টারের দিকে। সেখানকার শপিংমলগুলিতে ঢোকার রুচি হ'ল না অর্ধনগ্ন মহিলাদের অবাধ আনাগোনা দেখে। আল্লাহ মাফ করুন। অতঃপর এক মালয়ী হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিয়ে 'আমপাং'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। অতঃপর জনাব মুহিব্বুল্লাহ ভাই ও শাহরিয়ার ভাইদের অফিসে এক সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা হয়। যার ফলে উপস্থিত দ্বীনী ভাইদের মাঝে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপরতা পরিচালনার প্রেরণা জাগে। 'সংগঠন করা হারাম'!-মর্মে যারা এ যাবৎ সবক শুনেছেন তাদেরও খানিকটা হ'লেও ধূম্রজাল কেটে যায়। পরিশেষে বৈঠকে উপস্থিত দ্বীনী ভাইদের সর্বসম্মতিক্রমে জনাব হাফেয আবুল খায়ের ভাইকে আহ্বায়ক এবং জনাব সোলায়মান ভাইকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালীন আমার স্থায়ী মেযবান জনাব মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বিদায়ের সময় ছোট্ট সোনামণি সুমাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ আলীকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। অবুঝ নিষ্পাপ এই দুধের শিশুটি বাড়িতে মেহমান পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছিল।

গাড়ী ছুটে চলল 'কাজাং'-এর দিকে। বাবাজী মুনীর কাজাং বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছেন।

'আডে! কীমানা কাজাং বাসস্ট্যাণ্ড?' অর্থাৎ 'ছোট ভাই! কাজাং বাসস্ট্যাণ্ড কোথায়?' মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা শুনে ভালোই লাগছিল। মালয়েশিয়ার লোকেরা খুবই বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র। ওদেশে বাংলাদেশীরা মোটামুটি ভালোই আছেন। চাইনীজরা তো এক রকম দখলদারিত্ব নিয়েছে ওদের উপর। ইণ্ডিয়ানদের অনেকে নাকি সন্ত্রাস ও ছিনতাই-এর সাথে জড়িত। ওদেশের বাসিন্দারা পুলিশ ও আইনকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

'কাজাং' বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছেই মুনীর বাবাজী, কামাল আব্দুল বাকী সহ আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তাদের বাসায় গিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করলাম। বিদেশের মাটিতে দেশী খাবার পেয়ে খুবই তৃপ্তির সাথে খেলাম। খাওয়ার পূর্বে দ্বীনী আলোচনা করছিলেন ভাই মুহাম্মাদ আলী। মাযহাবী দু'জন ভাই এসে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরাও ছিলেন দাওয়াতী মেহমান। তাদের মধ্যকার কনিষ্ঠজন আলী ভাইয়ের সাথে কথা কাটাকাটি করার চেষ্টা করল। বড় জন ইংগিত করে বলল, উনারা আহলেহাদীছ। উনাদের সাথে কথা না বলাই ভাল হবে।

এবার বিদায়ের পালা। বেদনা-বিধুর পরিবেশে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টে এসে দেখি যাত্রার তারিখ পরিবর্তন। হেতু বুঝলাম না। আমার হাতের টিকেটে ১৭.৬.১৫ তারিখ লেখা ছিল। কিন্তু তাদের কম্পিউটারে নাকি ১৯.৬.১৫ রেকর্ড আছে। বহু চেষ্টা করেও কাজ হ'ল না। সুতরাং আরও দু'দিন থেকে যেতে হবে। মেহমানের মেয়াদ আরও দু'দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মুহাম্মাদ আলী ভাই তো বেজায় খুশী। ফিরতে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। বিধায় ঐদিন মালয়েশিয়ার প্রথম তারাবীহ ছালাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। হালকা বাজার-ঘাট সেরে বাসাতে এসে তারাবীহ ছালাত আদায় করলাম। প্রথম ছিয়াম ওখানেই কাটলো।

১ম ছিয়াম ছিল বৃহস্পতিবার। ইফতারের দাওয়াত ছিল 'শাহ আলম' এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জনাব দ্বীন ইসলাম ছাহেবের ফ্যাক্টরীতে। ইফতারীর রকমারীতে চোখ ঝলসে গেল। মাগরিব শেষে বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে খাবারের ব্যবস্থা। তারপর 'বুকতী ঝিলুত্তোন' মসজিদে তারাবীহ ছালাত আদায়ের জন্য নিয়ে গেলেন দ্বীন ইসলাম ছাহেব। এ্যারাবিয়ান স্টাইলের কুরআন তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তারাবীহ ছালাত পড়ছিলাম। কিন্তু বিশ রাক'আত? মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ৮ রাক'আত শেষে বেরিয়ে এলাম আমরা সবাই। মসজিদের পার্শ্বে মুছল্লীদের জন্য ফ্রী খাবারের ব্যবস্থা আছে। সেখানেও নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ। দ্বীন ইসলাম ছাহেবের ফ্যাক্টরীতে ফিরে এসে আহলেহাদীছ ও আহলুল রায়-এর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য সমূহ আলোচনা হ'ল। অনেকেই বুঝতে পারলেন যে, এই মাযহাবী অন্ধত্বই মুসলিম জাতির জন্য সর্বনাশের অন্যতম কারণ। ৮০১হিঃ হ'তে ১৩৪৩ পর্যন্ত কা'বা গৃহে চার মাযহাবের চার মুছাল্লাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

পরদিন ছিল জুম'আর দিন। ছালাত আদায় করলাম 'বান্দার বারু' জামে মসজিদে। এরপর এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। পথিমধ্যে যাকারিয়া ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ী বদল করে জনাব আলী হায়দার ভাইয়ের সাথে রওয়ানা হ'লাম। এয়ারপোর্ট পৌঁছে বোর্ডিং পাস নিলাম। তারপর আলী ভাইকে বিদায়ী দো'আ পাঠ করে বিদায় জানালাম। অতঃপর বিমানে চড়ে বসলাম। একসময় বিমান এগিয়ে চলল দিগন্তের পানে। দীর্ঘশ্বাস টেনে পুনরায় আসার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বললাম, 'বিদায় মালাকান' (الوداع ملكان)।

Contents

হকের পথে যত বাধা

আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না

সিরাজগঞ্জ যেলার চৌহালী উপযেলার যমুনা নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের মধ্যে একটি চরের নাম স্থলচর। বর্তমানে এটি একটি গ্রাম। সেই অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি। পিতার নাম সন্তেষ আলী। হানাফী পরিবারে আমার জন্ম। পিতার বড় ছেলে হওয়ার কারণে ছোটবেলা থেকে আমি একটু ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। যেমন গান-বাজনার জন্য যত ধরনের যন্ত্র দরকার, সব আমার সংগ্রহে ছিল। ছোটবেলা থেকে গানের নেশায় মত্ত থাকায় খুব বেশী দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করা হয়নি। তবে যতটুকু লেখাপড়া করেছিলাম সেটুকুর সদ্ব্যবহার করেই আজকের এই লেখা। আর এর ফলেই হকের পথে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

লেখাপড়া বেশী ভাল না করার কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য কর্মের পিছনে ছুটতে হয়েছে আমাকে। তাই একটু বড় হয়েই কাঠমিস্ত্রির কাজ শিখতে শুরু করি। এর মাধ্যমেই আমি হকের পথের সন্ধান পাই। আহলেহাদীছ আলেম-উলামার বক্তব্য শুনে আমার চিন্তা-চেতনা হকের দিকে ফিরে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি ঘরের ভিতরে ছালাত পড়ার সময় রাফঊল ইয়াদায়ন শুরু করি এবং বাইরে মাযহাবীদের মত করে ছালাত আদায় করতে থাকি। এভাবে ভয়ে ভয়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। তারপর আমি চিন্তা করলাম, এভাবে ছালাত বা ইবাদত করে কি হবে? তারপর আমি আমার এক সাথীকে বললাম, আমি ঘরের ভিতরে ছহীহ হাদীছ অনুসারে ছালাত আদায় করি। সে বলল, আমিও তো এভাবেই ছালাত আদায় করি! তারপর সেই সাথী (যে ছিল হানাফী মাযহাবের এবং পরে ছহীহ হাদীছের অনুসারী) একদিন আমাদের এক আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তার পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায়। এরপর ছালাত শেষে সেই পুরানো আহলেহাদীছ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হানাফী মাযহাবের লোক হয়ে বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করলে কেন? সেই সাথী ভাই তখন বলে দিলেন যে, আরেক জন আছে তার নাম আশরাফুল। সেও আমার মত করে গোপনে ছালাত আদায় করে। অতঃপর এই আহলেহাদীছ দুই ভাই আমাকে পরিপূর্ণভাবে ছহীহ হাদীছ মানার জন্য দাওয়াত দেন। ফলে আমার বুকে সাহস সঞ্চারিত হয় এবং আমি পরিপূর্ণভাবে হাদীছ মানতে শুরু করি। অতঃপর আমি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি ক্রয় করি। সেটা নিয়ে আমি আমাদের মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাই। আমার ছালাত দেখে সবাই আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ছালাত শেষ করে বাড়ির দিকে আসতেই আমাকে পিছন থেকে ডাকা হয়। আমি মসজিদে ফিরে এসে বললাম, আমার ছালাত দেখে আপনারা কি সবাই অসন্তুষ্ট? সবাই বলল, হ্যাঁ। তারা বলল, বাপ-দাদারা কি ভুল করে গেছেন? এত বড় বড় আলেমরা কি ভুল করছেন? আমি তখন 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটা বের করে বললাম, দেখেন এটাতে আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ আরো অনেক ছাহাবীর হাদীছ আছে। আমার এক চাচা বলল, এই বইটা কে লিখেছে? আমি বললাম, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাদের মধ্যে একজন তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করল। পরে আমাকে ঘিরে অনেক কথা হ'ল। আমি বললাম, আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না। তারপর থেকে আমাকে নিয়ে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। গ্রামের মাতব্বররা বলল, ওকে না ঠেকালে আমাদের মান-সম্মান ধূলোয় মিশে যাবে। আমাকে বলল, তুই ফিরে আয়। আমি বললাম, ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে রাযি আছি, তবুও জোরে 'আমীন' বলেই মরব। কারণ হাদীছে জোরে আমীন বলার কথা আছে। তারা বলল, তাহ'লে তাই হবে। পরে তিন গ্রামের মানুষ ডেকে শালিস হ'ল। শালিসে আমার চাচা আমাকে বলল, তুই হয় ওদের গোত্রে যাবি, আর না হয় আমাদের গোত্রে আসবি। আমি তখন ভয়ে ভীত হয়ে তিন কুল সহ দো'আ ইউনুস পড়া শুরু করলাম। আমি বললাম, আমি হকের পথ থেকে ফিরে আসব না। তারা বলল, তাহ'লে ৭ দিনের মধ্যে এ এলাকা থেকে বাড়ি ভেঙ্গে নিতে হবে। তা না হ'লে আমরা তোমার বাড়ি ভেঙ্গে দিব। আর যদি ফিরে আস তাহ'লে তোমার সব সমস্যা আমরা সমাধান করে দিব। অতঃপর বাড়িতে ফিরে এলে স্ত্রী বলল, আমার বাবা তো আমাকে রফাদানীর সাথে বিয়ে দেননি। অবশেষে স্ত্রীর কথায় বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হ'লাম। ঢাকার সাভারে গিয়ে ১৫ দিন থাকলাম। ১৫ দিন পরে বাড়িতে ফিরে আসলাম। বাড়িতে আসার পর লোকজন বলছে, ও এখন ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। পরে স্থানীয় আহলেহাদীছ ভাইদের সহযোগিতায় বাড়ি ভাঙ্গতে হয়নি। কিন্তু বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ছোট ভাইকে সব জমি লিখে দিয়েছেন। আমি এখন আহলেহাদীছ সমাজেই আছি। আমি সকলের কাছে দো'আ প্রার্থী। আল্লাহ যেন আমাকে সকল বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে হকের পথে টিকে থাকার তাওফীক দান করেন-আমীন!!

** আশরাফুল ইসলাম*
স্থলচর, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।

কবিতা

আরাফাত

আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

শূন্য হাহাকার চারিদিকে তার
রিক্ত হৃদয়ে ভরা।
মাঝে মাঝে কিছু সবুজ বিটপী
আছে যেন আধমরা।
পাহাড়ে পাহাড় মাঝে ফাঁকা তার
নীরব স্বাক্ষী হয়ে
হাযার বছরের স্মৃতিটা যেন
ধরে আছে অবরোহে।
পাথরে কাঁকরে মোড়া দেহখানি
মরে নাই তার মন,
তবুও সেথায় জাবালে রহমত
আছে আজিও অবিরাম।
বারেক বছরে আসে দলে দলে
সভ্য আদম জাতি,
মাগে মাগফিরাত চাইতে নাজাত
নতজানু হয়ে নতী।
একই আযানে যোহর, আছর
কছর করে পড়ে,
মজে সবে সেই রবের স্মরণে
গোনাহ-খাত্বা তুলে ধরে।
দিবার সুরুজ পাটে পড়ে গেল
আঁধারে ডুবিল ধরা,
আঁধার হৃদয় হ'ল কি আলো
কেঁদে সবে আধামরা।
যেখানে দাঁড়িয়ে আখেরী নবী
লক্ষ ছাহাবা মাঝে,
দিলেন পৃথিবীর আখেরী ভাষণ
মানব মুক্তি যাচে।
এরই মাঝে ধরা বুকে ইশারা
নয় বাকী বেশী দিন,
ক্বিয়ামত তক আসিবে না আর
মহানবী (ছাঃ) আল-আমীন।
সবে আদম সন্তান যদিও
ভাষা রঙে ভিন্ন,
আরাফাতে মিলে বুঝালো তাকে
মোরা এক অনন্য।
আদি নবী হায় যেথায় দাঁড়িয়ে
চেয়েছিলেন মাগফেরাত
আখেরী ভাষণ দিলেন শেষনবী
নাম তার আরাফাত।

মসজিদে মন ছুটলো গো

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আজ প্রভাতে নীল দীঘিতে সকল কলি ফুটলো গো
পীযুষধারা আহরণে মৌমাছিরা জুটলো গো।
সমীরণে দোদুল দোলে
দেখে আমার নয়ন তোলে
শান্ত এ মণ কোলাহলে
কেমন জেগে উঠলো গো।
এ কোন সুধার আযান শুনে কাটলো নিশি মোর
তাই তো বুঝি এই জীবনে আসলো এমন ভোর।
প্রভাত রবি আবির রঙে
চুম দিয়ে যায় সংগোপনে
পরশে তার সবার মনে
রাতের তিমির টুটলো গো।
সবখানে আজ দিচ্ছে সাড়া প্রভাত পাখীর গান
আবেদ জনের কণ্ঠে শুনি আল্লাহ পাক কুরআন।
এমনি তর ধরার মাঝে
মন বসে না কোন কাজে
ভক্তি নিয়ে হৃদয় মাঝে
মসজিদে মন ছুটলো গো॥

***

বাঁচার দাবী

আতিয়ার রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ফুটপাতের মানুষগুলো আর্ত চিৎকারে
বাঁচার দাবী তোলে,
আকাশ স্পর্শী উচ্চ চূড়ায়
পৌঁছাতে চায় তাদের চিৎকার।
কিন্তু ইথার বহনে নারাজ
শোনে না তাদের আবেদন,
আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ আর খাদ্য
তারাই ভোগ করুক সব।
আমরা শুধু চাই বাঁচতে
আর মাথা গুজার এতটুকু ঠাই পেতে।
সেটা থেকেও সামাজিক কায়েমী স্বার্থ
বঞ্চিত করেছে চিরকাল।
কারণ অহি-র বিধান কায়েম না থাকায়
অর্থনীতি আজ হিমাদ্রীর
নিদারুণ বাঁধায় অবরুদ্ধ।
পূঁজিবাদের ভীষণ মর্ম বিদারী যাতাকলে
পূঁজি হীনের পাঁজর ছিন্ন ভিন্ন।
ডাক এসেছে, অহি-র বিধান কায়েমের ডাক
আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে
সকলে সমবেত হওয়ার ডাক।
হুঙ্কার তোল, গগন বিদারী হুঙ্কার,
অহি-র বিধান কায়েমের হুঙ্কার।
যে হুঙ্কারে আকাশ বাতাস
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে
আর কুরআনের পতাকা
পত পত করে আকাশে
উড়তে থাকে।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. না, তিনি মাটির তৈরী *(কাহফ ১১০)*।
২. না, তিনি গায়েম জানতেন না *(আন'আম ৫০)*।
৩. না, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন *(যুমার ৩০)*।
৪. হ্যাঁ, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।
৫. না, তিনি হাযের-নাযের নন। এরূপ বিশ্বাস করা কুফরী।
৬. না *(জিন ২১)*।
৭. বিদ'আত।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মানবদেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ৫-৬ লিটার। ২. ২৩ জোড়া।
৩. ২০৬টি। ৪. ২২ লক্ষ।
৫. ৬ লিটার। ৬. ফসফরাস।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জীবন চরিত বিষয়ক)

১. ইমাম বুখারীর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
২. ইমাম মুসলিমের প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৩. ইমাম আবূদাঊদের প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৪. ইমাম তিরমিযীর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৫. ইমাম নাসাঈর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৬. ইমাম ইবনু মাজাহর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়ক)

১. বাংলাদেশের পোস্টাল একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
২. ঢাকা বাংলার রাজধানী স্থাপনকালে মোগল সুবেদার কে ছিলেন?
৩. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
৪. বাঙ্গালী ও যমুনা নদীর সংযোগ স্থল কোথায়?
৫. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর কোথায়?
৬. বাংলাদেশের কোন পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কুমিল্লার শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে, যেলা সোনামণির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান ও সাবেক পরিচালক মুহাম্মাদ জা'ফর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মিছবাহুদ্দীন।

মাদারটেক, ঢাকা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ফরীদ মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা সোনামণি পরিচালক হাফেয আনীসুর রহমান ও অত্র মসজিদ সংশ্লিষ্ট হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শামীম কবীর।

সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা

খানপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব কিতাবুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা হারূনুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রামাযান আলী ও রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর আলিম শেষ বর্ষের ছাত্র মুস্তাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদুল আলম। অনুষ্ঠান শেষে রায়হানুল ইসলামকে পরিচালক করে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

বইলর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ৬ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর বইলর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা 'পরিচালনা পরিষদ' গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী কাযী আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুতীউর রহমান ও চকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আলীকে পরিচালক করে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

স্বদেশ

অবশেষে ছিটমহল বিলুপ্ত হল

অবশেষে মুছে গেল দীর্ঘ সাত দশক ধরে বাংলাদেশ-ভারতের মানচিত্রে 'ছিটমহল' নামে বিরাজ করা কাল দাগগুলো। গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার দিবাগত রাত ১২-টা ১ মিনিটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ছিটমহলে বাংলাদেশের পতাকা এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৫১টিতে ভারতের পতাকা উড়ার পর আক্ষরিক অর্থে ইতিহাস হয়ে গেল মোট ১৬২টি ছিটমহলের ৫২ হাযার মানুষের নিরপরাধ বন্দী জীবনের অভিশপ্ত অধ্যায়। ছিটমহল বিনিময়ে ভারত পেল তাদের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ৫১টি ছিটমহলের ৭,১৫১ একর জমি এবং ১৪ হাযার মানুষ। বাংলাদেশ পেল তার অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের ১৭,১৬০ একর জমি এবং ৪৪ হাযার মানুষ। ভারতীয় ছিটমহলগুলোর বেশীর ভাগই রয়েছে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এসবের মধ্যে ৫৯টি লালমনিরহাটে, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারীতে ৪টি রয়েছে। আর বাংলাদেশের ছিটমহলের অবস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহারে ৪৭টি এবং জলপাইগুড়িতে ৪টি।

ছিটমহলগুলিতে কাঁটাতারের কোনো বেড়া ছিল না, ছিল না কোন সীমানা পিলার। অথচ এক দেশের মানুষ হয়েও তাদের বসবাস করতে হয়েছে অন্য দেশের ভূখণ্ডে। ফলে ভিন দেশের মানুষ বিবেচনায় তারা রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সবধরনের মৌলিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ত।

ছিটমহলগুলো ছিল উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের খামখেয়ালিপনা অথবা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নির্মম প্রতীক। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তির পর সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব পেয়ে ব্রিটিশ আইনজীবী সেরিল র‍্যাডক্লিফ ঐ বছরের ১৩ই আগস্ট সীমানা নির্ধারণের যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন, তার অনুসরণে ১৬ই আগস্ট প্রকাশ করা হয় ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র। তড়িঘড়ি এ ধরনের সীমান্ত নির্ধারণে ছিটমহলের মানুষগুলোর ভাগ্য ঝুলে থাকে। তারা রয়ে যায় মানচিত্রের বাইরের মানুষ হিসেবে।

সীমান্তের এই জটিলতা অবসানের জন্য ১৯৫৮ সালে সই হয় নেহরু-নূন চুক্তি। ঐ চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর উত্তর দিকের অর্ধেক অংশ ভারত এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর সংলগ্ন এলাকা পাবে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভারতের অসহযোগিতায় তা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বেরুবাড়ীর দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর ছিটমহলের সুরাহা হয়নি।

১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি সই হয় বিষয়টি সুরাহার জন্য। বাংলাদেশ চুক্তিটি অনুসমর্থন করলেও ভারত তা না করায় চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর দুই দেশ ছিটমহলের আলাদাভাবে তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করে। কিন্তু দুই পক্ষের তালিকায় দেখা দেয় গরমিল। পরে ১৯৯৭ সালের ৯ই এপ্রিল চূড়ান্ত হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। কিন্তু ঐ চুক্তিও আলোর মুখ দেখেনি।

চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং স্থলসীমান্ত চুক্তির প্রটোকলে সই করেন। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ভারতের সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তা বাস্তবায়নে ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল পাসে ব্যর্থ হয়। অতঃপর বর্তমান নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত মে মাসে সর্বসম্মতভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয়। এভাবে অবসান ঘটে দীর্ঘ ৬৮ বছরের অপেক্ষার। যে সমস্যার সমাধান ১৯৫৮ সালেও হ'তে পারত, হ'তে পারত ১৯৭৪ সালে তা হ'ল ২০১৫ সালে। ভারতের সদিচ্ছার অভাব ও অসহযোগিতার কারণেই যে এই বিলম্ব তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

[আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং উভয় দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে নগ্নভাবে তার ট্রানজিট সুবিধা সহ অন্যান্য স্বার্থ আদায় করে নিয়েছে, সেজন্য তাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি (স.স.)]

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : বাংলাদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা

ভারত সরকার বহুল আলোচিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী সানোয়ার লাল জাট গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যকার তিস্তা-গঙ্গা-মানস-সঙ্কোষ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য গঙ্গা ও তিস্তাসহ ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের অধিকাংশই বাংলাদেশের সাথে যৌথ বা অভিন্ন নদী হিসেবে স্বীকৃত। ফলে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও নদী আইন অনুসারে ভাটির দেশ বাংলাদেশের সাথে আলোচনা বা সমঝোতা ছাড়া উজানের ভারত এককভাবে এসব নদীর পানি প্রত্যাহার বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ এক্ষেত্রে ভারত বরাবরই আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশন লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে নদীতে বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আর এবার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হ'লে বাংলাদেশ আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হবে।

ভারতে আন্তঃনদী সংযোগের চিন্তা নতুন নয়। ২০০২ সালে তৎকালীন বিজেপি সরকার এ সম্পর্কে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন ভারত আরেক মরণফাঁদ ফারাক্কার প্রভাবে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্রহ্মপুত্রের পানি খাল কেটে গঙ্গায় আনার প্রস্তাব দেয়। অথচ বাংলাদেশে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ পানিই আসে ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে। যা প্রত্যাহারে সম্মত হ'লে দেশকে শুকিয়ে মারার আরেকটি পথ খুলে যাবে। তাই সঙ্গতকারণেই তখন বাংলাদেশ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ভারতীয় প্রস্তাবের বিপরীত বাংলাদেশ তখন একটি প্রস্তাব দেয়, যা যেকোনো বিচারে গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল, নেপালে ত্রিদেশীয় উদ্যোগে রিজার্ভার নির্মাণ করে বর্ষার পানি ধরে রাখা এবং শুকনো মওসুমে তা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করা। এছাড়া নেপালে রিজার্ভারকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা, যাতে হাযার হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে এবং যা তিন দেশ ভাগাভাগি করে নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এই প্রস্তাবে নেপালেরও সানন্দ সম্মতি ছিল। কিন্তু ভারত সরকার তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে হয়ত আগামী বহুদিন পানির কোনো সমস্যা হ'ত না। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিও ঠিক থাকত।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে ভারতেও তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ এ প্রকল্পের পক্ষে নন। ২০০৪ সালে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশসহ অববাহিকা অঞ্চলের সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ৮০ জন ভারতীয় পানি বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য সমূহ বিপর্যয়ের আশঙ্কার পাশাপাশি ভারতের অন্তত ৯টি প্রদেশে এই প্রকল্পের বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনবে বলে মত দিয়েছিলেন।

তাদের মতে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা কিংবা প্রবাহ পরিবর্তন করা অথবা পানি ব্যাপকভাবে স্থানান্তর করার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও জীবন-জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়বে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নদীগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে আন্তঃনদী সংযোগের যেসব উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নেয়া হয়েছে তা এত ব্যাপকভিত্তিক নয়। অথচ সে সবের কোনটির ফলাফল ভালো হয়নি।

পদ্মার উজানে ভারতের ফারাক্কা এবং তিস্তার উজানে গজলডোবা বাঁধের পরিণতিতে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী ও শাখা নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে। দেশের বিশাল অংশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সিলেটের বিপরীতে টিপাইমুখ বাঁধের নির্মাণ প্রক্রিয়াও জোরেশোরে চলছে। যা বাস্তবায়িত হলে সুরমা-কুশিয়ারা পানি প্রবাহ মারাত্মক সংকটে পড়বে। ফলে মেঘনা অববাহিকাকে পানি সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করবে। এর কারণে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকাও বাড়বে। সেই সাথে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাকে শুকিয়ে মারবে। এই তিন-চারটি মূল অববাহিকা পানি শূন্য হয়ে পড়লে বাংলাদেশের কি পরিণতি হবে, তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এভাবে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে কোনরূপ সমঝোতা বা চুক্তি ছাড়াই ভারত এখন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে পানিবঞ্চিত করতে চাইছে।

অথচ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের 'বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবে না' এমন অসার প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট হয়ে দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ নিয়েও একের পর এক আপস করেই চলেছে।

[আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের কৌশলী ভূমিকার বিপরীতে সরকারের নীরব ভূমিকায় দেশের সচেতন মহল হতাশ ও ক্ষুব্ধ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরে বাংলাদেশের কাছে তাদের প্রত্যাশিত সবকিছুই বিনা বাক্য ব্যয়ে ত্বরিত উদ্যোগে দিয়ে দেয়া হলেও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির মত বিষয় ছিল আলোচনার বাইরে। অথচ তিস্তা, গঙ্গা, টিপাইমুখ, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পসহ অভিন্ন নদীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে বাংলাদেশের দাবীকে অগ্রাহ্য করার কোন উপায় ভারতের নেই। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাওয়ার পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি সরকারকে সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নিতে হবে (স.স.)]।

বিদেশে বাংলাদেশী তিন হাফেযের সাফল্য!

পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে আয়োজিত সঊদী আরব, দুবাই ও জর্ডানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী তিন কিশোর হাফেয দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে।

হাফেয যাকারিয়া ১৯তম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং সেই সঙ্গে ৭৬টি দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে লাভ করেছে সেরা কণ্ঠের প্রথম পুরস্কার। ইতিপূর্বে সে মিসর, জর্ডান ও কাতারসহ বেশ কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

১০ বছর বয়সী হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মাহফূয সঊদী দাতব্য সংস্থা হায়আতুল 'আলামিইয়ার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৬০টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

হাফেয সাঈদ আহমাদ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ২৩ তম আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় (২০ পারা গ্রুপে) তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ঐ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ

অপহরণে ভারত দ্বিতীয়, শীর্ষ দশে বাংলাদেশ

বিশ্বের সর্বোচ্চসংখ্যক অপহরণ সংঘটিত হয় মেক্সিকোতে। অতঃপর ভারতে। অপহরণের দিক থেকে বিশ্বে প্রথম সারির ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নামও রয়েছে। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কন্ট্রোল রিস্ক' এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অপহরণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে ৮ম স্থানে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান, চতুর্থ ইরাক, পঞ্চম নাইজেরিয়া, লিবিয়া ষষ্ঠ, সপ্তম আফগানিস্তান, নবম সুদান এবং দশম স্থানে রয়েছে লেবানন।

গত দু'বছরে ভারতে অপহরণের মাত্রা বেড়েছে। ভারতের একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কে জে কৃষ্ণামূর্তি রাও বলেন, সম্প্রতি ভারতে অপহরণের মাত্রা ২৫-৩০ ভাগ বেড়েছে। অপহরণকারীরা কর্পোরেটে কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ও তাদের সন্তান ছাড়াও তাদের গাড়ি চালক ও গৃহপরিচারিকাদের টার্গেট করে অপহরণ করছে। যাতে মালিকরা তাদের মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করে।

বিশ্বের উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন রাষ্ট্র!

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলছে এক অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু সংকট। পৃথিবীব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতায় প্রায় ৬০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গরীব দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ারা যাপন করছে এক চরম মানবেতর জীবন। তাই এই সংকটের সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ধনকুবের। তার মতে, বিশ্বের চলমান উদ্বাস্তু সংকটের একমাত্র সমাধান হ'ল-উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন ও আলাদা একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। যে দেশে ও রাষ্ট্রের অধীনে শুধু উদ্বাস্তুরাই বসবাস করবে। জেসন বুজি নামের ঐ মার্কিন ধনকুবের বলেন, এই মুহূর্তে পুরো বিশ্বব্যাপী প্রচুর সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু অবস্থায় রয়েছে। আমরা যদি তাদেরকে নিজস্ব একটি রাষ্ট্র ও দেশ সৃষ্টি করে দিতে পারি, তাহ'লে তারা অন্তত নিরাপদে বসবাস ও কাজকর্ম করে বিশ্বের আর আট-দশটা দেশের মানুষদের মতেই জীবন-যাপন করতে পারবে।

[উদ্যোগটি ধন্যবাদার্হ। তবে সেখান থেকে পুনরায় উদ্বাস্তু হ'লে তখন যাবে কোথায়? অতএব যাতে মানুষ উদ্বাস্তু না হয়, সেই প্রচেষ্টা চালানোই উত্তম। সেই সাথে বর্তমান উদ্বাস্তুদের সাধ্যমত সাহায্য করা এবং তাদের চাহিদামত দেশে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে (স.স.)]

গরুর হৃৎপিণ্ডের ভালভে বাঁচল মানুষের জীবন

গরুর হৃৎপিণ্ডে বেঁচে গেছে ভারতের ৮১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার জীবন। ভারতের চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে অকেজো ভালভটি গরুর হৃৎপিণ্ডের ভালভ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন। এতে ঐ নারী বেঁচে গেছেন। চিকিৎসকেরা দাবি করেন, বৃদ্ধার হৃদযন্ত্রের মহাধমনীর ভালভ ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের ফ্রন্টিয়ার লাইফলাইন হাসপাতালে ঐ বৃদ্ধার অস্ত্রোপচার করেন তাঁরা।

চিকিৎসকেরা বলেন, ১১ বছর আগে ঐ বৃদ্ধার ভালভ প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিন্তু এ বছরের শুরুতে আবারও তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা শুরু হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ফেরত আসার পর চেন্নাইয়ের ঐ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন যে মহাধমনীতে প্রতিস্থাপিত ভালভটি সংকীর্ণ ছিল।

চিকিৎসকেরা বলেন, সাধারণত এ ধরনের সমস্যায় ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় এবং পুরোনো ভাল্ভ সরিয়ে নতুন করে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। কিন্তু রোগীর বয়স বেশী হওয়ায় তারা গরুর হৃদযন্ত্রের টিস্যু দিয়ে তৈরী একটি জৈব-কৃত্রিম ভালভ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ পুরোনো ভালভের বদলে নতুন করে ভালভ প্রতিস্থাপন না করে একটি নতুন ভালভ পুরোনোটির মধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চারজন চিকিৎসকের একটি প্রতিনিধি দল সফল এই অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করেন।

Contents

মুসলিম জাহান

মধ্য আফ্রিকায় চলছে মুসলিম উচ্ছেদ

রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে মধ্য আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মুসলমান নির্যাতনের শিকার এবং তাদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা সেখানে মুসলমান হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না, ছালাত আদায় করতে পারে না। তাদের অনেককে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয় অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিপীড়নের শিকার হতে হয়। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেখানে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৩৬টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। আর ২০১৩ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া সহিংসতায় এ পর্যন্ত ছয় হাযারের বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ।

উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার এই দেশটিতে ৫০ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ১৫ শতাংশ মুসলমান বসবাস করে। ২০১৩ সালের মার্চে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস বোজিজেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে মুসলিম বিদ্রোহী ও চরমপন্থী সংগঠন সেলেকা। ফলে প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেলেকার প্রধান মাইকেল জোটোডিয়া। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেলেকাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু জোটোডিয়ার এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি অধিকাংশ বিদ্রোহী। জোটোডিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে অস্ত্রও জমা দেয়নি তারা। বরং ক্ষমতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় মাঠে নেমে খ্রিস্টান হত্যায় লিপ্ত হয়। অতঃপর সেলেকার নির্যাতনের পরিণতিতে নতুন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অ্যান্টি বলাকা বা বলাকাবিরোধী নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠনের সদস্যরা সবাই খ্রিস্টান ও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তারা ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকারকে হটিয়ে দেয় এবং সেলেকা ও সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে। এভাবে দিন যতই যাচ্ছে, অ্যান্টি বলাকার সদস্য সংখ্যাও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি শত শত শিশুও ঐ জঙ্গী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। লক্ষ্য তাদের একটাই- বিপক্ষগোষ্ঠী নিধন। এভাবে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে মধ্য আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা হচ্ছে।

বর্তমানে সেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ইটালীয় ধর্মযাজক ফাদার অরেলিও গ্যাজেরা কাজ করে যাচ্ছেন। তার মতে এখন মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন যরূরী। বিশেষ করে লুটপাট বন্ধ ও অ্যান্টি বলাকার মিলিশিয়াদের নিরস্ত্র করতে সেনাবাহিনীর কোন বিকল্প নেই বলেই তিনি মনে করেন।

[আমরা ওআইসি এবং জাতিসংঘকে দ্রুত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয় (স.স.)]

পবিত্র কুরআনের ১৩৭০ বছর আগের কয়েকটি পৃষ্ঠা উদ্ধার

এখন থেকে প্রায় ১ হাযার ৩৭০ বছর আগে হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফের কয়েকটি পৃষ্ঠা সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া গেছে। বয়স নির্ণয়ের রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে, উদ্ধার হওয়া কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো তেরশ' সত্তর বছর আগের। এই হিসাবে হাতে লেখা প্রাচীনতম যেকোনো একটি কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা এগুলো, যা আজো টিকে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির গ্রন্থাগারে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সংগৃহীত বই ও দলীলপত্রের সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল প্রাচীনতম কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো। প্রায় শত বছর ধরে কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলো যে পড়ে ছিল, তা সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকরা কিছুই জানতেন না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চীনে মশা উৎপাদনের কারখানা!

চীনের একটি প্রতিষ্ঠানে মশা উৎপাদন করা হচ্ছে। বিরক্তিকর আর বিপদজনক হওয়া সত্ত্বেও দেশটির গোয়ানডং রাজ্যের এক কারখানার আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধার পরীক্ষাগারে প্রতি সপ্তাহে লাখো মশা উৎপাদন করা হচ্ছে আবার পরে তা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরের পরিবেশে। বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এ কারখানায় উৎপন্ন পুরুষজাতীয় মশারা কাউকে কামড়ায় না, শুধু ফল-ফুল থেকে মধু খায় আর ডেঙ্গু মশা নির্বংশের কাজ করে। গত বছরে চীনে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রকোপে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। তাই এই আক্রমণ ঠেকাতে জীবাণুমুক্ত ও অনুৎপাদনশীল এই মশা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি। গুয়াংজু সায়েন্স সিটিতে তৈরী করা হয় মশা উৎপাদনের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগারটি। বিশেষভাবে জন্মানো এই মশা দিয়ে ডেঙ্গু মশাকে নির্বংশ করা সম্ভব। এদের কারণে ডেঙ্গুর ডিম আর ফুটবে না। এগুলো কাউকে কামড়ায়ও না। এর ফলে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মশার জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। গবেষকেরা আশা করছেন, মশা দিয়ে মশা মারার এই উদ্যোগ যদি আরও সফল হয়, তবে বিশ্বের অন্য জায়গায় এটি ব্যবহার হ'তে পারে।

ওয়াই-ফাই পদ্ধতিতে মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ

এবার মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ চার্জ দিতে আর প্লাগ ব্যবহার করতে হবে না। সুইচ বোর্ডেরও প্রয়োজন হবে না। গবেষকরা এমন এক পদ্ধতি বের করেছেন যার সাহায্যে প্লাগে না বসিয়েই চার্জ দেওয়া যাবে ল্যাপটপ বা মোবাইল।

নতুন এই পদ্ধতিটির নাম ওয়্যারলেস পাওয়ার ট্রান্সফার। কোরিয়া অ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষকেরা এটি আবিষ্কার করেছেন। তারা জানান, মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ দিতে এটি ইন্টারনেটের ওয়াই-ফাই কানেকশনের মতো কাজ করবে। এছাড়া এই ডিভাইসের সাহায্যে অনেকটা দূর থেকেও মোবাইল বা ল্যাপটপ চার্জ দেওয়া যাবে। তবে ওয়াই-ফাইয়ের মতো এটিকে চার্জিং জোন-এর মধ্যে থাকতে হবে।

নতুন কণা আবিষ্কারে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী জাহিদের সাফল্য

এরকম যে একটা কণার অস্তিত্ব থাকতে পারে, ৮৫ বছর আগেই হারম্যান ভাইল নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইলের সেই কণা অবশেষে শনাক্ত করলেন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পদার্থবিজ্ঞানী জাহিদ হাসান। সত্যেন বসুর 'বোসন' আবিষ্কারের ৯১ বছর পর আরেক বাংলাদেশী গবেষকের নেতৃত্বে আবিষ্কৃত হ'ল নতুন গ্রুপের একটি কণা, যা আবিষ্কারের পর কেবল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান পাল্টে যাবে না, ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার দুনিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। দ্রুতগতির ও অধিকতর দক্ষ ইলেকট্রনিক্স যুগের সূচনা হবে।

মহাজগতের সকল বস্তুকণাকে বিজ্ঞানীরা ফার্মিয়ন ও বোসন দু'টি ভাগে ভাগ করেন। আর ফার্মিয়ন কণার একটি উপদল হল ভাইল ফার্মিয়ন। ১৯২৯ সাল থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ভাইল ফার্মিয়ন-এর অস্তিত্ব প্রমাণের। ৮৫ বছর ধরে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সন্ধান মিলল সেই অধরা কণার। অতএব ইলেকট্রনিক্সের নবযুগ আসন্ন।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও মনোনীত দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

বগুড়া ৭ই রামাযান, ২৫শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে সাবগ্রাম চৌরাস্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ।

জয়পুরহাট ৮ই রামাযান, ২৬শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ। একই দিন সকাল ১০-টায় কালাই জুম্মাপাড়া সুজাউল ইসলামের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে মেহমান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক শফীকুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

নওগাঁ ২৭শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে মান্দা থানাধীন পাজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আফযাল হোসাইন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

হবিগঞ্জ ১০ রামাযান, ২৮শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার লাখাই থানাধীন আমানুল্লাহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

কুষ্টিয়া ১১ রামাযান, ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ১০০নং ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

রংপুর ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকছূদুর রহমান।

নীলফামারী ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল জলীল।

চুয়াডাঙ্গা ১২ রামাযান, ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুরে নবনির্মিত দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার

Contents

গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

ফরিদপুর ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

মণিরামপুর, যশোর ১লা জুলাই বুধবার : অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

লালমণিরহাট, ১লা জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা ডাকবাংলো অডিটরিয়ামে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

পাংশা, রাজবাড়ী ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা থানাধীন সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম ১৫ই রামাযান, ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে শহরের বন্দর থানাধীন উত্তর পতেঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

পঞ্চগড় ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ফুলতলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম। অতঃপর বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য পেশ করেন।

ইসলামপুর, জামালপুর ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ইসলামপুর থানাধীন চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

Contents

যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

কক্সবাজার ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে শহরের নিউমার্কেটে সংলগ্ন যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

ঠাকুরগাঁও ১৬ই রামাযান, ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাও যেলার উদ্যোগে রাণীশংকৈল থানাধীন বনগ্রাম ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম।

গাংনী, মেহেরপুর ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী থানাধীন সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ময়মনসিংহ ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল থানাধীন নওদার শেখ ছাবেত আলী হাফেযিয়া মাদরাসায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব।

কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার কাযীপুর থানাধীন বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুর্রুল হুদা ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক খোরশেদ আলম ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ সোহেল প্রমুখ।

কালিহাতি, টাঙ্গাইল ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি ঈদগাহ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক।

কুমিল্লা ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

নাটোর ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন নাযিরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন ও রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন কোনাবাড়ী দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সাবেক সুপার মাওলানা সূরাতুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায়

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর থানাধীন ধর্মদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

সাতক্ষীরা ৬ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

খুলনা ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে শহরের গোবরচাকা (নবীনগর) মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

ঝিনাইদহ ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকুব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

গাযীপুর ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে গাযীপুর চৌরাস্তায় অবস্থিত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

বাগেরহাট ৮ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

কুড়িগ্রাম ২১শে রামাযান, ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের খলীলগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাবেক এপিপি এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান, জনাব নূরুল হক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুর্তাযা।

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভীবাজার যেলার উদ্যোগে যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদ আত-তাক্বওয়ায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব ছাদিকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডের হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক।

দিনাজপুর ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শিবপুর বাজার জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহহাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অতঃপর বাদ আছর বিরামপুর থানার শিবপুর হাইস্কুলে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য পেশ করেন।

Contents

দিনাজপুর ২৩শে রামাযান, ১১ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের রেলস্টেশনের পার্শ্ববর্তী যেলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আজমালুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

এলাকা ও উপযেলা

সাভার, ঢাকা ১৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাভার-আশুলিয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড় ফাতেমাতুল জান্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মাওলানা শামসুল হক ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাতেম বিন পারভেয, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মাশারিকুল আনোয়ার, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান, স্থানীয় চন্দ্রপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ক্বারী মাওলানা নাযিমুদ্দীন ও জনাব মুহাম্মাদ ওবায়েদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. আব্দুল জাব্বার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হুমায়ুন কবীর, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মঠপুকুরপাড়া, রাজশাহী ১৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে শহরের সপুরা মঠপুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সুলতান আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা মকবূল হোসাইন।

নওহাটা, পবা, রাজশাহী ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন নওহাটা নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

বিরল, দিনাজপুর ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিরল উপযেলার উদ্যোগে বিরল বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আলোচনা সভা ও এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুযাফফর বিন মুহসিন।

ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আরামবাগ শাখার উদ্যোগে অত্র শাখার অর্থ সম্পাদক ইসমাঈল আলম-এর বাড়ীর ছাদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দুল হালীম মোল্লা প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন ধুরইল বাজারস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী'র উদ্যোগে ধুরইল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও ধুরইল ডি.এইচ. কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী প্রমুখ।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ৭ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল হান্নান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী, অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা তাহেরুদ্দীন, মান্দালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও মেকিয়ারকান্দা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মেল হক।

নাছিরাবাদ টেকপাড়া, ঢাকা ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য দুপুর আড়াইটায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে নাছিরাবাদ টেকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

Contents

ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আলমগীর আযাদ (সবুজ) প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ১১ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জাহানাবাদ এলাকার উদ্যোগে যেলার মোহনপুর থানাধীন চকবিরহী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

দেবীদ্বার, কুমিল্লা ১১ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দেবীদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও এলাকার উদ্যোগে নোয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াপাড়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল মজীদ ড্রাইভারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি ইউসুফ আহমাদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক দফতর সম্পাদক আমীর হোসাইন। উল্লেখ্য যে, হিফযুল কুরআন, আযান, ইসলামী জাগরণী ও উপস্থিত বক্তৃতা (সাংগঠনিক) এ চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ২৯ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জামিরা, চারঘাট, রাজশাহী ১২ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চারঘাট এলাকার উদ্যোগে যেলার চারঘাট থানাধীন জামিরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৩ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রহনপুর এলাকার উদ্যোগে জালিবাগান ইসলামিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

সমসপুর-মুরশিদা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাচোল উপযেলার উদ্যোগে থানার সমসপুর-মুরশিদা জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নাচোল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তাহেরপুর এলাকার উদ্যোগে তাহেরপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ ফিরোযুল ইসলাম ও হাফেয মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম।

মারকায সংবাদ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৫ সালের আলিম পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ২০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১জন জিপিএ-৫ (A+), ১৫ জন A এবং ৪জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র হ'ল আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)।

প্রবাসী সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মালয়েশিয়া শাখা গঠন

আমপাং, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া ১৩ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজধানী কুয়ালালামপুরের আমপাং শহরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে 'সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মোবাইলের মাধ্যমে উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জনাব আবুল খায়েরকে আহ্বায়ক ও জনাব সোলায়মানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন মালয়েশিয়া' শাখা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হ'লেন মুহাম্মাদ আলী, আবুল হাশেম, সাইফুল ইসলাম, হাফীযুর রহমান, মুনীরুয্যামান ও শাহরিয়ার আলম।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা রুখে দিন!

-আমীরে জামা'আত

সম্প্রতি ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে প্রবাহিত ৩৮টি অভিন্ন নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে অবরুদ্ধ করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে ভারত। এতে গঙ্গা-কপোতাক্ষ এলাকায় শুরু মরুকরণ প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হবে।

Contents

তিনি বলেন, ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে পানি সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তাই সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি যেমন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিষ্পত্তি হয়েছে। অনুরূপভাবে ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের পানি আগ্রাসনে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা বলিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধভাবে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক কোর্ট অব জাস্টিস, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ফোরামে উত্থাপন করা করতে হবে। এভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের এ চক্রান্ত রুখে দিতে হবে *(দৈনিক ইনকিলাব ২৫শে জুলাই'১৫, ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)*।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর থানাধীন গোছা এলাকার সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন (২৪) গত ২৯শে জুলাই বুধবার দিবাগত ভোর রাতে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। পরদিন ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টা ৩০ মিনিটে গোছাহাট বাজার সংলগ্ন মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযায় অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাকীম আহমাদ, আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বর্তমানে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোশতাক আহমাদ, মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, প্রচার সম্পাদক শামসুল হুদা প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর গোছা গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী হিসাবে দেলোয়ার হোসাইন তার এলাকায় সকলের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং তার মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। আগের দিন বিকালে আছরের পর সে সুস্থ শরীরে নওদাপাড়া মারকাযে গমন করে এবং আমীরে জামা'আতের সাথে তার প্রথম পরিচয় হয়। পরদিন সকালে তার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমীরে জামা'আত খুবই ব্যথিত হন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জানাযায় আগমন করেন। অযাচিতভাবে তাকে পেয়ে এলাকাবাসী দারুণভাবে আপ্লুত ও অভিভূত হয়। তিনি এসে প্রথমে মাইয়েতকে দেখেন ও দো'আ করেন। অতঃপর তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর জানাযা শেষে তিনি নিজে দাফনে অংশ নেন।

দাফন শেষে বিকাল সোয়া ৩-টায় গোছাবাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, নিয়মিত দাওয়াত ও সংগঠনের অভাবে আহলেহাদীছ জামা'আত আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তিনি ঘরে ঘরে সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, আমি কিছু মানুষকে জান্নাতের জন্য এবং কিছু মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এক্ষণে মানুষের কিছু করণীয় আছে কি?

-নূরুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এটি তাক্বদীরের বিষয়। যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিধান মেনে সাধ্যমত সৎকর্ম করে যাওয়া। কারণ কোন মানুষই জানে না তার ভাগ্যে কি লেখা রয়েছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) একটা ছড়ি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। একথা শুনে একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাহলে সকল আমল ত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর ভরসা করব না? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা সৎকর্ম করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্ত র্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগাদের অন্ত র্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন, 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (তাওহীদকে) সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব *(লায়েল ৯২/৫-৭, বুখারী হা/৪৯৪৯)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : আমার পিতা-মাতা কবরপূজারী। তাদেরকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। তারা ছালাত-ছিয়াম, আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে। পিতা ব্যভিচারে জড়িত। মা জেনেও তাতে বাধা দেয় না। এখন আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ফরিদপুর।

উত্তর : পিতা-মাতার এরূপ কর্ম কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। এজন্য পিতা-মাতাকে সাধ্যমত নছীহত করে যেতে হবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে। তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না। কেননা সন্ত ানকে পিতা-মাতা শিরক করার জন্য চাপ দিলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/১৫)*। আর যেকোন মূল্যে নিজেকে যাবতীয় শিরক ও পাপাচার থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন প্রকার অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়োনা' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাক'আত না পেলে পরে তা আদায়ের সময় সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?

-আবুবকর, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : মিলাতে হবে না। এ সময় তিনি ইমামের অনুসরণে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন। অতঃপর ইমামের সালাম শেষে মাসবূক হিসাবে তার শেষ দু'রাক'আতে অন্য সময়ের ন্যায় কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণের জন্য' *(বুখারী হা/৩৭৮)*। তিনি বলেন, 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/৬৩৫, মিশকাত হা/৬৮৬)*। এখানে ইমামের শেষাংশ হ'ল মাসবূকের প্রথমাংশ। অতঃপর মাসবূক তার বাকী শেষ দু'রাক'আত আদায় করবেন। এর ফলে মাসবূকের মোট চার রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। তাছাড়া ছালাত প্রথম দিক থেকে শেষে এসে সংক্ষেপ করতে হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮০)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : তাসবীহ কি উভয় হাতে গণনা করা যাবে?

-আব্দুল ওয়াহহাব
সিলেট সেনানিবাস, সিলেট।

উত্তর : কেবল ডান হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)*। তিনি ডান দিক থেকে কাজ করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। এছাড়া গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হবে, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৫০)*। তবে ডান হাতে গণনা করতে অক্ষম হ'লে বাম হাতে গণনা করতে পারে।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : যে মহিলা ছালাত আদায় করেনা, তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, শার্শা, যশোর।

উত্তর : নারী হৌক বা পুরুষ হৌক ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। তাই শাসনের জন্য এসব লোকদের রান্না না খাওয়াই উত্তম। তবে এটি হারাম নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহূদী ও মুশরিক মহিলার বাড়ীতে খেয়েছেন *(বুখারী হা/৩৪৪, মিশকাত হা/৫৯৩১)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার স্বরূপ কি?

-আনীসুল হক, শেরপুর।

Contents

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। এর অর্থ হ'ল- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের উপর ভরসা করে যেকোন বিপদ ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা। কেননা বিপদে ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই ভবিষ্যত সফলতার পথ উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তেন, তখন তিনি নফল ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯, মিশকাত হা/১৩২৫, সনদ হাসান)*। বদর যুদ্ধের দিন তিনি ছালাত ও ক্রন্দনের মাধ্যমে সারা রাত অতিবাহিত করেন *(আহমাদ হা/১০২৩, ইবনু হিব্বান হা/২২৫৭, সনদ ছহীহ)*। মিসর গমনকালে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা সেদেশের বাদশাহ কর্তৃক অপহৃত হলে ইবরাহীম (আঃ) তাকে আল্লাহ্‌র যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতের মাধ্যমে স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সারাও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তাতে ঐ লম্পটের হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল' *(বুখারী হা/২২১৭; 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬২ পৃঃ)*। মূলতঃ ছালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। সেকারণ বিপদ মুহূর্তে বা কোন সফলতা লাভের আশায় ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : যেসব পণ্যের গায়ে বা লেবেলে প্রাণীর ছবি থাকে, সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে কি?

-খোরশেদ আলম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : দোকানে ছবি টাঙ্গানো না থাকলে, ছবির সম্মান প্রদর্শন না করা হ'লে, মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা না হ'লে, মালের সাথে ছবি বিক্রি উদ্দেশ্য না হ'লে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন *(বুখারী, নায়ল ২/১০৩ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৪)*। অতএব সম্ভবপর ছবিযুক্ত পণ্য আড়াল করে বা উল্টা করে রেখে ব্যবসা করতে হবে। অর্থাৎ হীনকর কাজে ছবি ব্যবহার করা যাবে। তবে অশ্লীল ছবিযুক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলির মাধ্যমে দোকানী ও ক্রেতা উভয়েরই চোখের যেনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ছবি ও মূর্তি প্রদর্শন করে ব্যবসা করা হারাম, যেমনটি আজকাল বহু দোকানে দেখা যায়। তাছাড়া এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হারাম, যার লাভ-লোকসান ছবির উপর নির্ভরশীল। যেমন বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা ও খেলোয়াড়ের ছবি ব্যবহার করা।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : ছালাতে তাশাহহুদ থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুল কি একবার উঠালেই চলবে না অনবরত নাড়াতে হবে?

-নওশাদ আলী, ভেলকুপাড়া, পঞ্চগড়।

উত্তর : নাড়ানোই সুন্নাত। তবে তা যেন দ্রুত ও দৃষ্টিকটূ না হয়। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا অর্থাৎ 'নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুলসমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাঁধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো'আ করছেন' *(আবুদাঊদ হা/৯৮৯, দারেমী হা/১৩৫৭, মিশকাত 'তাশাহহুদ' অধ্যায় হা/৯১১)*। উল্লেখ্য যে, একবার ওঠাতে হবে মর্মে কোন জাল-যঈফ হাদীছও নেই *(মিশকাত হা/৯০৬ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : শুক্রবার দিনে বা রাতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামত অবধি তার কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে মর্মে বক্তব্যটির সত্যতা আছে কি?

-রাফাত মামূন, হালিয়াকান্দি, আসাম, ভারত।

উত্তর : এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি হ'ল, 'কোন মুসলমান যদি জুম'আর দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৭৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে কবরের ফিৎনা তথা আযাব থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৪০)*। উক্ত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে 'হাসান' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব ও হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, হাদীছটির শাহেদ থাকলেও সেগুলো এমন শক্তিশালী নয় যা হাদীছকে ছহীহ বা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত করবে। অতএব হাদীছটি যঈফ *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৮২; তাহকীক মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৪১১৩)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ৩/২৫৩)*। এছাড়া কোন ছাহাবী শুক্রবারে মৃত্যুর জন্য আকাংখা প্রকাশ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবারে মৃত্যুর জন্য আকাংখা করেছেন *(বুখারী হা/১৩৮৭)*। মোদ্দাকথা এরূপ গায়েবের বিষয় ত্রুটিপূর্ণ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না করাই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : কোন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ইমপ্লান্ট বা অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে। একথার শারঈ ভিত্তি আছে কি?

*-আব্দুর রব মিলন**
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, কালাই, জয়পুরহাট।
[শুধু 'আব্দুর রব' লিখুন, মিলন নয় (স.স)]

উত্তর : দরিদ্রতার ভয়ে কোন কিছুর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা হারাম *(ইসরা ১৭/৩১, বুখারী হা/৪৭৬১; মুসলিম হা/৮৬; মিশকাত হা/৪৯ 'কাবীরা গোনাহ' অনুচ্ছেদ)*। এগুলি কবীরা গোনাহ। অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে ইমপ্লান্টের ন্যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন অস্থায়ী পদ্ধতি 'আযল' করা জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)*। তবে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণরত অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামী হবে একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪৮)*।

Contents

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : মুছাফাহার সময় হাত ধরে ঝাঁকি দেওয়া যাবে কি?

-মীযান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ঝাঁকি নয় বরং স্বাভাবিকভাবে উভয়ের ডান হাত মিলাবে। যা অত্যন্ত নেকীর কাজ *(আবুদাঊদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯, সনদ ছহীহ)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে মুছাফাহা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কেবল দু'হাত মিলানোর ব্যাপারে সম্মতি দেন *(তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। সুতরাং এর বাইরে ঝাঁকি দেওয়া বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : শাড়ী-লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে কি?

-মা'ছূম সোহেল, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : যাবে। তবে যাকাতের হিসাব সর্বাগ্রে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর উক্ত অর্থ দ্বারা এগুলি ক্রয় করে বিতরণ করতে হবে। স্মর্তব্য যে, যাকাত ও ছাদাক্বাসমূহ মুসলিম আমীরের নিকট জমা করে তাঁর মাধ্যমে হকদারগণের মধ্যে বিতরণ করাই হ'ল ইসলামী বিধান। বর্তমান যুগে কোন হকপন্থী ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। তারা তা কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে জমা করে যাকাতের খাত সমূহে বিতরণ করবেন। এছাড়া নিজ গ্রামে বা মহল্লায় দ্বীনদার কমিটির নিকট বায়তুল মাল জমা করার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে কিছু অংশ জমা করার মাধ্যমে বিতরণ করা যেতে পারে। এরূপ সুন্নাতী তরীকা বাদ দিয়ে নিজ হাতে বিতরণ করতে গিয়ে একদিকে গরীবরা লাইনে পদদলিত হয়ে মারা পড়ছে, অন্যদিকে দাতা রিয়া ও শ্রুতির পাপে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে তার যাকাত কবুল হচ্ছে না। অতএব ইসলামী বিধান মেনে যাকাত আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : উপজাতীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের রান্না খাবার খাওয়া যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, গাযীপুর।

উত্তর : অমুসলিম উপজাতীয়দের সাথে মানবিক সম্পর্ক রাখায় এবং তাদের তৈরী খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৪; মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে তাদের যবহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)*। এক্ষেত্রে নিজে বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দিতে হবে। অতঃপর তারা রান্না করে দিতে পারবে।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী ও তিন মেয়েকে রেখে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে অংশ কিভাবে বণ্টিত হবে? শোনা যায় যে, এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) প্রবর্তিত আওল বিধান কুরআনের নির্দেশ বিরোধী। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল মুত্ত্বালিব, বগুড়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় ৩ মেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ, পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ এবং স্ত্রী এক অষ্টমাংশ পাবে *(নিসা ১১-১২)*। অত্র মাসআলায় 'আওল হয়েছে। অর্থাৎ বণ্টন সংখ্যা ২৪ হলেও অংশ হয়েছে ২৭ টি। যেমন মাতা-পিতা ৪+৪=৮, স্ত্রী ৩ ও তিন কন্যা ১৬ মোট ২৭ ভাগে বণ্টিত হয়েছে। অতিরিক্ত তিন অংশ বেশী হওয়াটাই 'আওল। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তিন অংশ সকলের অংশ থেকে সমানভাবে কমিয়ে 'আদল করতে হবে। 'আওলের এই বিধান সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১২২৩৭; ইরওয়া হা/১৭০৬, সনদ হাসান)*। আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারেও কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে তা দুর্বল *(ইরওয়া হা/১৭০৬/১)*। ওমর (রাঃ) প্রবর্তিত 'আওল বিধান কুরআনের বিরোধী নয়। বরং তার ব্যাখ্যা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে এর সমস্যা দেখা দেয়নি। ওমর (রাঃ)-এর নিকট এরূপ সমস্যা দেখা দিলে তিনি ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে এ বিধানটি প্রবর্তন করেন *(হাকেম হা/৭৯৮৫, বিস্তারিত দ্রঃ ছালেহ আল-ফাওযান, আত-তাহক্বীক্বাতুল মারযিইয়াহ ফিল মাবাহিছিল ফারযিইয়াহ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৬)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : আগে শোনা যেত গিরগিটি মারলে ১০০ নেকী হয়। এখন জানলাম সেটা টিকটিকি। এক্ষণে কোনটি সঠিক?

-বদরুল হুদা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : গিরগিটি নয়। বরং টিকিটিকিই সঠিক। প্রকাশ থাকে যে, 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغُ) শব্দের উর্দূ অনুবাদ 'ছিপকলী' *(মিছবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ অভিধান), পৃঃ ৯৪৩; আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) পৃঃ ১০৮২)*। যার বাংলা অর্থ টিকটিকি *(ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী; পৃঃ ২৬০; ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দূ-বাংলা অভিধান), পৃঃ ৩৫৬)*। আর 'আল-হিরবাউ' (اَلْحِرْبَاءُ)-এর উর্দূ অর্থ গিরগিট্ *(মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১৪৪; আল-মুনজিদ পৃঃ ১৯৮)*। যার বাংলা গিরগিটি বা কাকলাস ব্যবহৃত হয় *(ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, পৃঃ ৬৯১; ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী, পৃঃ ৫০৭-৮)*। গিরগিটি মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু টিকটিকি তা পারে না। ফলে গিরগিটির গায়ের পরিবর্তিত রং দেখেই আমাদের দেশের লোকজন মারতে বেশী উদ্যত হয়। *(বিস্তারিত দেখুন : আল-ক্বামূস; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ১০২৯; আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), ৩/২৫৫৪ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, ভারতের কতিপয় লেখক স্ব স্ব লেখনীতে এবং এ দেশের বাংলা অনুবাদ মিশকাতে ও 'আল-কাওছার' আরবী-বাংলা অভিধানে 'আল-ওয়াযাগ' অর্থ গিরগিটি লেখা হয়েছে, যা শুদ্ধ নয়।

উল্লেখ্য, টিকটিকির লেজে মাদকতা আছে। ইবনুল মালেক বলেন, এটি একটি কষ্টদানকারী ও বিষাক্ত প্রাণী। শয়তান একে ইবরাহীমের অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য পাপের কাজে ব্যবহার করে থাকে *(মিরক্বাত হা/৪১১৯-এর ব্যাখ্যা)*। আয়েশা (রাঃ) তার পাশে একটি বর্শা রাখতেন। যা দিয়ে টিকটিকি মারতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন পৃথিবীর সকল প্রাণী তা নিভানোর চেষ্টা করেছিল। কেবল এই টিকটিকি ব্যতীত। সে তাতে ফুঁক দিয়েছিল। যাতে আগুন আরও বেশী জ্বলে ওঠে। সেকারণ তিনি এদের মারতে বলেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৩১; ছহীহাহ হা/১৫৮১)*। উম্মে শারীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

Contents

টিকটিকি মারতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)*। তিনি বলেন, 'প্রথমবারে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয়বারে তার চেয়ে কম, তৃতীয় বারে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : রামাযান মাসে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অনির্ধারিত অর্থ বা খাবার তুলে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিদিন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরূপ আয়োজন জায়েয কি? এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক যে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় তা জায়েয কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : ইফতার করানো নেকীর কাজ। যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করায়, সে ঐ ছায়েম-এর সমান নেকী অর্জন করে *(তিরমিযী হা/৮০৭, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬)*। হাদীছে একত্রিতভাবে খাওয়া বরকত লাভের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৪, মিশকাত হা/৪২৫২)*। এছাড়া ইফতার মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ বিপুল পরিমাণ ছায়েমকে ইফতার করানোর নেকী লাভে ধন্য হয়। অন্যদিকে মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দানের সুযোগ হয়। সুতরাং এরূপ আয়োজন করায় বাধা নেই। স্মর্তব্য যে, কারু কাছ থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ আদায় করা যাবে না এবং মৃতব্যক্তির নামে ও যাকাতের টাকায় ইফতার করানো যাবে না।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : বাড়ী থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় অলসতাবশতঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয় না। এক্ষণে জুম'আ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বাড়ীতে জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?

-মুবাশশির গাযী
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত আযান শুনে মসজিদে না আসলে ছালাত কবুলযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে যায় না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা *(ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, হাকেম, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬৫২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী মসজিদের পথ দেখানোর মত কেউ না থাকার ওযর পেশ করে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও? শুনতে পেলে মসজিদে এসো' *(মুসলিম হা/৬৫৩, মিশকাত হা/১০৫৪)*। এছাড়া মুছল্লী যত বেশী দূর থেকে মসজিদে আগমন করবে, ততবেশী পরিমাণ নেকী তার আমলনামায় যুক্ত হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৬)*। আর শারঈ ওযর বশতঃ বাড়ীতে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : বিবাহের মোহর নির্ধারণের শরী'আতের নির্দেশনা কি? সমাজে 'মোহরে ফাতেমী' নামে একটি পরিভাষা চালু আছে। এটা কি সুন্নাত?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিবাহ মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম প্রধান নে'মত। আল্লাহ বলেন, তাঁর নে'মতসমূহের অন্যতম হ'ল তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)*। সেকারণ বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম বিবাহ হ'ল যা সহজভাবে সম্পন্ন হয় *(ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হা/৩৩০০)*। আর বিবাহের প্রধান শর্ত হ'ল মোহর আদায় করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। এর পরিমাণ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তবে পরিমাণে তা যত কম হয়, ততই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ মোহর যা সহজে পরিশোধযোগ্য *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯)*। ওমর (রাঃ) বলেন, 'মেয়েদের মোহর সীমাহীন করো না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে আল্লাহর নবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বারো উক্বিয়া বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪)*। রাসূল (ছাঃ) কুরআন শিক্ষা প্রদান, লোহার আংটি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*, এমনকি ইসলাম গ্রহণের শর্তেও বিবাহ প্রদান করেছেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৯)*।

তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর বেশীও প্রদান করা যায়। জনৈক ছাহাবী তার স্ত্রীকে সে যুগে এক লক্ষ দিরহাম সমমূল্যের জমি প্রদান করেছিলেন *(হাকেম, আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/১৯২৪ ও ৪০)*। বাদশাহ নাজাশী রাসূল (ছাঃ)-এর এক স্ত্রী উম্মে হাবীবাহর মোহর প্রদান করেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল সেযুগের চার হাযার দিরহাম *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮)*।

'মোহরে ফাতেমী' বলে ইসলামে কোন পরিভাষা নেই। মোহরে ফাতেমী তথা বিশেষ ফযীলতের আশায় ফাতেমা (রাঃ)-কে প্রদত্ত মোহর অনুসরণ করা শী'আদের আবিষ্কৃত রীতি। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে তার প্রশস্ত ও ভারী ঢালটিকে মোহর হিসাবে ফাতিমা (রাঃ)-কে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন *(নাসাঈ হা/৩৩৭৫)*। তাই বলে এটা অনুসরণে বিশেষ কোন ফযীলত রয়েছে, এমনটি নয়।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : পুরুষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের ক্বিরাআতে বা ছালাতে ভুল হ'লে মহিলারা লোকমা বা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?

-আব্দুর রহীম, কাসেমপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম কোন ভুল করলে পুরুষেরা সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীগণ হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন *(বুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮; ফাৎহুল বারী ৩/৭৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। এখানে মূলধন সবসময় কমবেশী হয়। নির্দিষ্ট মূলধন বছর অতিক্রম করে না। এক্ষেত্রে আমি যাকাত বের করব কিভাবে?

-রায়হান, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

Contents

উত্তর : বছর শেষে ব্যবসায়রত সম্পদ কমবেশী গড় হিসাব করে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী হা/৬২৮, বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৩৯৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৩৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। পুংখানুপুংখ হিসাব রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : জনৈক ইমাম বলেন, তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-আহমাদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একথা সঠিক নয়। বরং রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতের ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাতের মাধ্যমে (তাহাজ্জুদ) ছালাতের সূচনা করে' *(মুসলিম হা/৭৬৮; আবুদাউদ হা/১৩২৩; মিশকাত হা/১১৯৪)*। ইমাম ছাহেব হয়ত এ হাদীছের ব্যাখ্যা বুঝতে ভুল করেছেন।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : ই'তিকাফ অবস্থায় জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো অথবা জুম'আর খুৎবা দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহেল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ইতিকাফ অবস্থায় বাইরে গিয়ে জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল ... কোন জানাযায় যোগদান করবে না.. *(আবুদাউদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; সনদ হাসান, ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ১০/৪১০)*। ই'তিকাফকারী বাইরে গিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে যে মারফূ' ও মাওকূফ হাদীছগুলি রয়েছে তার কোনটি যঈফ কোনটি মওযূ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৭৯, তাহকীক সুনান দারাকুৎনী হা/২৩৩৩-৩৪, সনদ যঈফ)*। তবে জুম'আর খুৎবা দেওয়া যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফরত অবস্থায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ খুৎবা দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব যোগ্য কেউ না থাকলে খুৎবা দেওয়ায় বাধা নেই। তবে এটি ই'তিকাফের ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের বিরোধী বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দু'রাক'আত শুরু করার সময় ছানা পাঠ করতে হবে না প্রথমে একবার পড়লেই যথেষ্ট হবে?

-শহীদুল ইসলাম, মোঘলহাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : ফরয হোক নফল হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে ছানা পাঠ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শুরু করতেন, তখন ছানা পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৭৪৪, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮১২-১৩, ৮১৫)*। এখানে ছানাকে ছালাত শুরুর সাথে খাছ করা হয়েছে। সুতরাং সালাম ফিরানোর পর নতুনভাবে ছালাত শুরু করলে ছানা পাঠ করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন পাত্র না পেয়ে জেনে-শুনে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে অভিভাবককে গুনাহগার হতে হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : জেনে-শুনে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে এবং ফলশ্রুতিতে মেয়ের উপর দ্বীনী ক্ষতি নেমে আসলে অভিভাবক অবশ্যই গুনাহগার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫০৯০; মিশকাত হা/৩০৮২; তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০)*। আল্লাহ তা'আলা মুশরিক নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যদিও তারা মুমিনদের চেয়ে আকর্ষণীয় হয় *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। অতএব অভিভাবকের দায়িত্ব হ'ল- মেয়েকে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন দ্বীনদার পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : বার্ধক্য জনিত হাঁটুর ব্যথার কারণে চেয়ারে বসে নিয়মিত ভাবে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?

-তরীকুল ইসলাম, দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : নিয়মিতভাবে নয়, বরং মাঝে-মধ্যে বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে মাঝে-মধ্যে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে যোহর-আছরের ছালাতে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৬৮৯, মিশকাত হা/১১৩৯; মির'আত ৪/৮৯)*। অতএব স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং দাঁড়াতে সক্ষম যোগ্য ব্যক্তি থাকলে ইমামতি ছেড়ে দেওয়াই উত্তম হবে। কেননা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা ছালাতের অন্যতম রুকন *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। এক্ষণে আমাদের পিতা-মাতা বা পীর ছাহেবদেরকে সিজদা করতে বাধা কোথায়?

-জাহাঙ্গীর আলম, কাকীবুকী, সিংগাপুর।

উত্তর : সিজদা এবং যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকেই তাওহীদ বলে। ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা ছিল সম্মান প্রদর্শনের সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। এই প্রথা আদম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তাঁদের শরী'আতে বৈধ ছিল। পরবর্তীতে উক্ত প্রথাকে ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, সূরা ইউসুফ ১০০ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) যখন ইয়ামানে গিয়ে দেখলেন যে খ্রীষ্টানরা তাদের নেতাদের সম্মানের সিজদা করে, তখন তিনি ভাবলেন যে, এই সম্মান তো আমাদের নবী পাওয়ার বেশি হকদার। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে উক্ত সম্মানটি প্রদর্শন করতে চাইলে তিনি তাকে এমনটি করতে নিষেধ করে বলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম *(তিরমিযী হা/১১৫৯; ইবনে মাজা হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩২৫৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : জনৈক মেয়েকে বিবাহ করব বলে কসম করার পর পরিবারের বাধার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে এতে কোন ক্ষতির আশংকা আছে কি? উক্ত কসমের জন্য কাফফারা দিতে হবে কি?

Contents

-কাওছার আলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পরিবারের সিদ্ধান্ত ছাড়া কাউকে বিবাহ করার ব্যাপারে এভাবে কসম করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল- দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য প্রদান করা অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। আর যদি কেউ এর সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। তবে এরূপ কসম পুরা না করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে বলে আশংকা করা ঠিক নয়। কারণ এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : কুরবানীর দিন ছালাতের পূর্বে না খেয়ে থাকা এবং কুরবানীর পর কলিজা দ্বারা ইফতার করা কি সুন্নাত?

-সাজিদুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ)*। আর তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' *(আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে *(বায়হাক্বী হা/৫৯৫৬; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫ পৃঃ)*। তবে বর্ণনাটি যঈফ *(সুবুলুস সালাম, তা'লীক্ব আলবানী ২/২০০)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : জুম'আ ও ঈদের ছালাত একই দিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন, শেরপুর, ঢাকা।

উত্তর : জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে ঈদের ছালাত আদায় করার পর জুম'আর ছালাত আদায় করা ইচ্ছাধীন বিষয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদ ও জুম'আ একই দিনে হ'লে তিনি সকলকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন, এক্ষণে জুম'আ পড়তে আসা বা না আসা তোমাদের ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে আমরা জুম'আ পড়ব' *(আবুদাউদ হা/১০৭৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : বৃষ্টির কারণে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করার পর নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিতে হবে কি?

-মোযাম্মেল হক, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিবে এবং সেসময় উপস্থিত মুছল্লীদের নিয়ে ইমাম পুনরায় জামা'আত করবেন। তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছালাতের সময় হয়ে গেলে আব্দুর রহমান বিন 'আওফের ইমামতিতে সকলে ফজরের ছালাত আদায় করেন। সে সময় রাসূল (ছাঃ) হাজত সারতে যাওয়ায় এক রাক'আত পাননি। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা সুন্দর কাজ করেছ অথবা বললেন, তোমরা ঠিক করেছ। এর দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায়ে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন' *(মুসলিম হা/২৭৪)*। অতএব কারণবশতঃ ছালাত জমা করলেও নির্ধারিত সময়ে মসজিদে আযান-জামা'আত করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে কুরবানীর পশু মোটাতাজা করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আলী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : বিষাক্ত ইনজেকশন, ইউরিয়া সার বা ট্যাবলেট খাইয়ে পশু মোটাতাজাকরণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটি কুরবানী বা সকল সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা এসব ব্যবহারে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়, যা মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং নিশ্চিত ক্ষতিকর জেনেও এসব ব্যবহার করা কবীরা গোনাহ। এর মাধ্যমে ক্রেতারা প্রতারিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০২)*। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৬৭, ছহীহাহ হা/১০৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; আহমাদ হা/২৮৬৭)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : বাংলাদেশে যেসব ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলিতে বিভিন্ন মেয়াদী ডিপোজিট করা যাবে কি?

-বযলুল করীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : দেশে প্রচলিত সাধারণ বা ইসলামী কোন ব্যাংকই পূর্ণভাবে সূদমুক্ত নয়। সুতরাং কোন ব্যাংকেই লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করা এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলি ঝুঁকি থাকার কারণে ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি মুশারাকা ও মুযারাবা বলতে গেলে পরিত্যাগ করে মুরাবাহা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ফলে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীরা ঝুঁকিহীনভাবে কেবল মুনাফাই পাচ্ছে। অন্যদিকে 'মুরাবাহা'র ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লাভের চুক্তিতে ঋণগ্রহিতারা সময়মত লাভের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার বিপরীতে জরিমানার নামে চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণ পরিশোধ করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এগুলি যুলুম ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করতে হবে, না স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে?

-রফীকুযযামান
হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করে তিন ভাগ করবে এবং একটি পিছনে ও অপর দুটি দু'পাশে ছেড়ে দিবে। উম্মে 'আত্বিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে বেণী করতে বলেছিলেন *(বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম; মিশকাত হা/১৬৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতদিন? ৪০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ইবাদতের জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে কি?

-মানযূর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : নিফাসের নিম্ন সময়ের কোন মেয়াদ নেই। যখনই পবিত্র হবে, তখনই ছালাত ও ছিয়াম শুরু করবে *(তিরমিযী হা/১৩৯)*। তবে এর ঊর্ধ্ব সময়সীমা হ'ল ৪০ দিন। উম্মে

Contents

সালামা (রাঃ) বলেন, নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন' *(আবুদাঊদ হা/৩১১; তিরমিযী হা/১৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৬৪৮)*। অতএব ৪০ দিন পরও যদি কারো রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা, বা এক প্রকার প্রদর রোগ। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযূ করবে' *(বুখারী হা/২২৮; মুসলিম হা/৩৩৩; মিশকাত হা/৫৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খতীব হাত তুলে দো'আ করতে পারবে কি?

-আব্দুর রশীদ, যশোর।

উত্তর : জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খতীব দো'আ করার সময় হাত উত্তোলন করার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায়না। কেবল বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য খুৎবা চলাকালে ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দো'আ করতে পারবেন *(বুখারী হা/৯৩৩; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? এতে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় কি?

-হাবীবুর রহমান, মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অধিক ফযীলতের জন্য ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যাবে। *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)*। সে হিসাব ১ম থেকে ৯ই তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছিয়াম রাখতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)*। তবে প্রতি দিনের জন্য একবছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(তিরমিযী হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭১)*। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' *(মুসলিম হা/২৭৮১-৮২)*। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না *(নববী, শরহে মুসলিম ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : রাসূল (ছাঃ) নুপুরের আওয়াযকে ঘণ্টার-ধ্বনির সাথে তুলনা করে তাকে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে মোবাইলের রিংটোন কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

-নযরুল ইসলাম, উকিলপাড়া, ভোলা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতাগণ সে দলের সঙ্গি হন না যে দলে কুকুর ও ঘণ্টাধনি থাকে' *(মুসলিম হা/২১১৩; মিশকাত হা/৩৮৯৪; ছহীহাহ হা/১৮৭৩)*। তিনি আরো বলেন, ঘণ্টা-ধ্বনি মূলত শয়তানের স্বরধ্বনি *(মুসলিম হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩৮৯৫)*। অতএব মোবাইলে ঘণ্টা-ধ্বনির মত রিংটোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে অনেক মহিলা গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের জন্য আমার কাছে আসে। এক্ষণে এ অপারেশন করা জায়েয হবে কি?

-ডা. এম. এ. লতীফ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর: জায়েয হবে না। কারণ গর্ভপাত ঘটনো অর্থই সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের আলোকে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে তাহলেই কেবল গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : আমার আমবাগানের সাথে পুকুর ও শাক-সবজি চাষও করা হয়। দাওয়াতী কাজে ব্যস্ততার জন্য সেগুলি দেখাশোনা সম্ভব না হওয়ায় এক্ষণে উক্ত আমবাগান, পুকুর ও চাষাবাদের জমি সহ লীজ দিতে চাই। এক্ষণে সেটা জায়েয হবে কি?

-মুবীনুল ইসলাম, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কেবল জমি ও পুকুর লীজ দেওয়া যাবে। হানযালা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। আর গাছ সমূহের আম 'মুযারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে পৃথকভাবে বর্গা দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়। এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?

-মহীউদ্দীন আহমাদ, কনুটিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এতে ছালাতের ক্ষতি হ'লে সরাসরি ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী গা/৬৯৪, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তাছাড়া ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে কমবেশী হ'লে তাতে ছালাতের ক্ষতি হয় না *(মির'আত ৫/৫৩)*।

Contents

YEAR TABLE (18th Vol.) বর্ষসূচী-১৮ (Oct. 2014 to Sept. 2015)

(১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৪ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)

Contents

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ৩টি **৩.** দরসে হাদীছ ১টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৫টি **৫.** সাক্ষাৎকার ১টি **৬.** দিশারী ২টি **৭.** সাময়িক প্রসঙ্গ ৬টি **৮.** মনীষী চরিত ২টি **৯.** ইতিহাসের পাতা থেকে ৪টি **১০.** নবীনদের পাতা ২টি **১১.** মহিলাদের পাতা ২টি **১২.** ভ্রমণস্মৃতি ৩টি **১৩.** স্মৃতিকথা ১টি **১৪.** (ক) হকের পথে যত বাধা ৩টি (খ) হকের দিশা পেলাম যেভাবে ২টি **১৫.** হাদীছের গল্প ১১টি **১৬.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৯টি **১৭.** চিকিৎসা জগৎ ১১টি **১৮.** ক্ষেত-খামার ৪টি **১৯.** কবিতা ৪৪টি **২০.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

Contents

Contents

Contents

মসজিদ

জানাযা/কাফন-দাফন/কবর

ছিয়াম

Contents

Contents

Contents

Contents

শিষ্টাচার

Contents

Contents

Contents

Contents

হালাল-হারাম

হদ

জিহাদ-ক্বিতাল/রাজনীতি

Contents

চিকিৎসা

বিবিধ

বর্ষশেষের নিবেদন :

১৮তম বর্ষ শেষে ১৯তম বর্ষের প্রাক্কালে এবং আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, যিলহজ্জের এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে আমরা সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের খুলূছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজূ করে দিন-আমীন! *[সম্পাদক]*